পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 144 Friday, 25 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৪৪ সংখ্যা ❋ ১১ বৈশাখ ১৪৩২, শুক্রবার, ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

# অ্যাকশন নিন, সমর্থন আছে রাহুল

**নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ** জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল, ২০২৫) সংঘটিত ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে একটি সর্বদলীয় বৈঠক আয়োজন করে। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের হামলার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয় এবং তাঁদের মতামত শোনা হয়। বৈঠকের শুরুতে হামলায় নিহত ২৬ জনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই হামলায় নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পর্যটক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এছাড়াও, রাজ্যসভার সভাপতি জে পি নাড্ডা, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে অংশ নেওয়া অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন এনসিপি-এসপি-র সুপ্রিয়া সুলে, এনসিপি-র প্রফুল প্যাটেল, এআইএমআইএম-এর আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, বিজেডি-র সস্মিত পাত্র, ওয়াইএসআরসিপি-র লাভু শ্রী কৃষ্ণ দেবরায়ালু, শিবসেনার শ্রীকান্ত শিন্ডে, এএপি-র সঞ্জয় সিং, টিএমসি-র সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরজেডি-র প্রেমচাঁদ গুপ্তা, ডিএমকে-র টি শিবা এবং এসপি-র রাম গোপাল যাদব। বৈঠকটি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুতর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়োজিত হয়, যা ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলা বা ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংঘাতের সময়ও দেখা গিয়েছিল। এই ধরনের বৈঠক জাতীয় ঐক্যের বার্তা দেয় এবং বিরোধী দলগুলিকে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ দেয়, পাশাপাশি তাঁদের মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করে। উল্লেখ্য মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ের বাইসারান উপত্যকায় পাঁচ থেকে ছয়জন জঙ্গি পর্যটকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়, যার ফলে ২৫ জন ভারতীয় এবং একজন নেপালি নাগরিক নিহত হন। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট, যিনি পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তৈবার একটি শাখা। হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি-এর বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে- (১) সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত- ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে, যতক্ষণ না পাকিস্তান সীমান্তবর্তী

সন্ত্রাসবাদের সমর্থন বন্ধ করে। (২) আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ-এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত চেকপোস্ট তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। বৈধ অনুমোদন নিয়ে পারাপারকারীদের ১ মে, ২০২৫-এর মধ্যে ফিরতে হবে। (৩) সার্ক ভিসা স্কিম বাতিল-পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সার্ক ভিসা ছাড় স্কিম বাতিল করা হয়েছে। ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে। (৪) কূটনৈতিক সম্পর্ক হ্রাস- পাকিস্তান হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা, নৌ এবং বিমান উপদেষ্টাদের 'পার্সোনা নন গ্রাটা' ঘোষণা করে এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৫) হাইকমিশনের কর্মী হ্রাস-উভয় দেশের হাইকমিশনের কর্মী সংখ্যা ৫৫ থেকে ৩০-এ নামিয়ে আনা হবে, যা ১ মে, ২০২৫-এর মধ্যে কার্যকর হবে। সর্বদলীয় বৈঠকটি সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐক্যের একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়ার প্রয়াস। টিএমসি নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৈঠকে নিরাপত্তা ত্রুটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সমস্ত দল সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় একমত। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বৈঠকের পর জানিয়েছেন, তিনি জম্মু ও কাশ্মীর সফর করবেন এবং কেন্দ্রের পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, দলটি আশা করেছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন, কারণ এটি জাতির মেজাজ এবং ঘটনার গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। তবে, রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বে বৈঠকটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এবং নেতারা হামলার নিন্দা জানিয়ে কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান হামলায় তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতকরণকে যুদ্ধের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি বৃহস্পতিবার একটি জরুরি বৈঠক করে। পাকিস্তান ভারতীয় এয়ারলাইন্সের জন্য তাদের আকাশপথ বন্ধ করেছে এবং ভারতের সঙ্গে সব বাণিজ্য স্থগিত করেছে। পহেলগাঁও হামলা দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় হোটেল মালিক এবং দোকানদাররা হামলার বিরুদ্ধে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। পর্যটন শিল্পের উপর এই হামলার গভীর প্রভাব পড়েছে, কারণ পহেলগাঁও ছিল পর্যটকদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই ঘটনা তাদের জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলিকে কাশ্মীরিদের হয়রানি থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। সর্বদলীয় বৈঠকটি সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকার এবং বিরোধী দলগুলির একযোগে নিন্দা এবং কঠোর পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করে। তবে, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতকরণ এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করা উভয় দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

## বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের 'মুখোশ' খুলে দিল ভারত, ডেকে পাঠল চিনকেও

**নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ** ফুঁসছে ভারত। দিকে দিকে উঠেছে বদলার রব। পহেলগাঁওয়ের ভয়াবহ সেই রক্তাক্ত স্মৃতি ভুলতে পারছে না গোটা দেশ। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে চাপে ফেলে একাধিক পদক্ষেপও করে ফেলেছে নয়া দিল্লি। 'এমন জবাব দেব, কল্পনাও করতে পারবেন না', গর্জে উঠেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভূস্বর্গে পর্যটকদের উপর ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে নিন্দার ঝড় উঠেছে আন্তর্জাতিক আঙিনাতেও। এবার পহেলগাঁওয়ে ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে বর্বরচিত আক্রমণ শানানো হয়েছিল সবটাই আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাইছে নয়া দিল্লি। ভারতে থাকা একাধিক দেশের রাষ্ট্রদূতদের ডাকল বিদেশ মন্ত্রক। কীভাবে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীরা হামলার ছক কষেছিল, কীভাবে নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নেড়েছে পাকিস্তান, সবটাই রাষ্ট্রদূতদের কাছে তুলে ধরতে চাইছে ভারত। সূত্রের খবর, এদিন প্রায় ২০টির বেশি রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠায় বিদেশ মন্ত্রক। তালিকায় আমেরিকা, ব্রিটেন, ইতালির মতো দেশগুলি যেমন আছে তেমনই আছে চিন, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতরাও আছে। এদিন সব রাষ্ট্রদূতদের সাউথ ব্লকে ডাকা হয়। সেখানেই বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকরা তাঁদের কাছে গোটা ঘটনার 'ব্রিফ' করেন। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই সর্বদল বৈঠক ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার। নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

## লিভ ইন পার্টনারের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে বাঁশপেটায় 'খুন' যুবক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ** লিভ ইন পার্টনারের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে খুন যুবক। শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় এক যুবককে বাঁশ পেটা করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সঙ্কেত চট্টোপাধ্যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এনআরএস-এ ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বছর দেড়েক ধরে সঙ্কেত তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গনগরের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। বুধবার রাতে দুজনের মধ্যে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি, অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। গভীর রাতে সঙ্কেতের লিভ ইন পার্টনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। সে সময়ে কয়েকজন যুবক ওই যুবতীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য করে বলে অভিযোগ। তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ফ্ল্যাট থেকে নেমে আসেন সঙ্কেত।

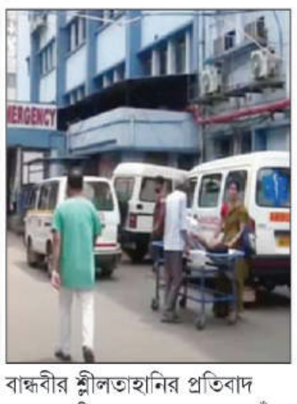

বান্ধবীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় অভিযুক্তরা চড়াও হয়। বাঁশ দিয়ে রাস্তায় ফেলে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করেন। সকালে মৃত্যু হয় সঙ্কেতের। সঙ্কেতের বোন বলেন, ''মেয়েটিই আমার দাদাকে ফোন করে ডেকে আনে। আমার দাদা আসে, তারপর ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ছেলেগুলোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। বাঁশ দিয়ে পেটায়।''

## '২৬০টা মুন্ডু চাই'

### বিধানসভার বাইরে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে প্রতিশোধের ডাক শুভেন্দুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ** পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের হত্যা করার ঘটনায় গোটা দেশ তেতে উঠেছে। নির্মমভাবে গুলি করে জঙ্গিরা হত্যা করেছে পর্যটকদের। আর তাতেই শান্ত শুভ্র ভূস্বর্গ রক্তাক্ত হয়ে যায়। হাহাকার নেমে আসে একের পর এক পরিবারে। এবার জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে বলে ভারত সরকার জানিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ, বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গেটে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ালেন বিজেপি বিধায়করা। যার উঠেছেন শুভেন্দু অধিকারী। মৃত বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা বিতান অধিকারীর স্ত্রীকে তিনি কথা দিয়েছেন, এটার বিচার হবেই। তাঁর ছোট্ট ছেলের পড়াশোনার দায়িত্বও নিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিধানসভার গেটে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালেন বিরোধী দলনেতা। আর বললেন, ''মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়! ভরসা রাখুন। গাজার মতো পাকিস্তানকে ধুলিস্মাৎ করতে হবে। এবারেও ওদের ভিতরে ঢুকে সাইজ করে আসবে ভারতীয় সেনাবাহিনী।'' এছাড়া এই ঘটনা নিয়ে যে বিজেপির

নেতৃত্বে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এখান থেকেই ছা।লেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হুঙ্কার। এই হত্যাকাণ্ডে বাংলার তিনজন নাগরিক মারা যান। যা নিয়ে এখন জোর চর্চা জারি রয়েছে সর্বত্র। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পাল্টা জবাব না দিলে শান্তি নেই। এমনটাই মনে করছেন অনেকে। এই আবহে ভারত সরকারের ব্যর্থতা উঠে আসছে। তাই পাল্টা প্রত্যাঘাতের প্রয়োজন। তাতেই একমাত্র পরিস্থিতির বদল হতে পারে বলে বিজেপি বিধায়করা মনে করেন। তাই তো আজ বিধানসভার গেটে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী হুঙ্কার ছাড়েন, ''আমরা এর বদলা চাই। ২৬ এর বদলে ২৬০টা মুন্ডু চাই।'' কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে শুধু ধরে ধরে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করল বিজেপি। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। হিন্দুদের উপর এই আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে অভিযোগ তুলে তা নিয়ে ফুঁসে বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি পথে নেমে পড়বে তা বুঝতে পেরেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। সিপিএম ইতিমধ্যেই নানা জেলায় প্রতিবাদ মিছিল করেছে। আজ, বৃহস্পতিবার পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা এখন ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের বুকে। যেখানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। পাল্টা দায় এড়িয়ে যেতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ''গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী তিনটি পোস্ট করেছেন। খেয়াল করে দেখুন, সেখানে কোথাও পাকিস্তানকে তিনি আক্রমণ করেননি। উল্টে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ফলে এই নিয়ে আমি আর কিছু বলব না, যা বলার কাশ্মীরে শহিদ হওয়া পর্যটকের স্ত্রীরা বলবেন।''

## পহেলগাঁও কাণ্ডের পর দিল্লিতে তৎপরতা

### রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ অমিত শাহ ও বিদেশমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ** পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর রাজধানীতে তৎপরতা তুঙ্গে। সাউথ ব্লকে যখন একত্রিত হচ্ছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা, তখন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তবে কি এবার প্রত্যাঘাতের পালা? প্রশ্ন সব মহলে। জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পাঁচ-পাঁচটি পদক্ষেপ করেছে ভারত। জলচুক্তি থেকে শুরু করে সীমান্তে নিষেধাজ্ঞা, ভিসা বাতিলের মতো কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে আড়াই ঘণ্টা ধরে জরুরি বৈঠক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি (সিসিএস)। তার পরই রাত ৯টা নাগাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সিসিএসের কর্তারা। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। জানান, জম্মু ও কাশ্মীরে সম্প্রতি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপত্যকায় উন্নতি হচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে। সেই আবহে এই হামলা। বৃহস্পতিবার বিহারের মধুবনীর জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও জানান, ''ভারতের আত্মায় আঘাত করা হয়েছে, কল্পনাতীত শাস্তি দেব। প্রতিটি জঙ্গিকে শাস্তি দেবে ভারত! ১৪০ কোটি ভারতীয়ের ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সহযোগীদের কোমর ভাঙবে ভারত।'' তিনি বলেন, ''এই হামলা শুধু কিছু নিরীহ ঘুরতে আসা মানুষের উপর নয়, এটা আসলে ভারতের আত্মার উপর হামলা। যারা এই হামলা চালিয়েছে, তারা তাদের কল্পনার চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি পাবে।'' অন্যদিকে এদিনই, এই আবহেই এবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। যা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বস্তুত, মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ে

পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় মোট ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন ভারতীয় এবং এক জন নেপালি নাগরিক রয়েছেন। অভিযোগ, পর্যটকদের ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে বেছে বেছে গুলি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের মানুষ ছাড়া কাউকে রেয়াত করা হয়নি। এই ঘটনার পর তিন বাহিনীকেই সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। উচ্চপর্যায়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

## মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিন-বদল, কবে বেরবে রেজাল্ট? জানাল পর্ষদ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ** মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের তারিখ জানা গেল। প্রথমে মনে করা হচ্ছিল ৩০ এপ্রিল মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করতে পারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তবে ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন রয়েছে। ফলে ওইদিন ফল প্রকাশ নিয়ে ক্ষীণ অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। তবে এবার পর্ষদ সূত্রে জানা গেল কবে বেরবে মাধ্যমিকের রেজাল্ট। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ এপ্রিলের পরিবর্তে ২ মে ফলপ্রকাশ হবে মাধ্যমিকের। ওই দিনই ওয়েবসাইটে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন নিজেদের রেজাল্ট। পরীক্ষার ৭০ দিনের মাথায় মাধ্যমিক পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। ফলে পড়ুয়াদের খাতা দেখা নিয়ে সাময়িক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষক মহলেও এই নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। এই নিয়ে প্রশ্নের মুখে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, যথাসময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করা হবে। এই নিয়ে তাঁর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কথা হয়েছে। এরপর জানা যায় ৩০ এপ্রিল সম্ভাব্য ফলপ্রকাশ করতে পারে পর্ষদ। তবে আজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ২ মে রেজাল্ট বেরবে। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১০

ফলপ্রকাশ করতে চলেছে পর্ষদ। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়েছে। এই আবহে এতজন পরীক্ষার্থীর কীভাবে খাতা দেখা সম্ভব হবে তা ভাবিয়েছিল পর্ষদকে। শুধু মাধ্যমিক নয়, উচ্চ- ফেব্রুয়ারি। আর পরীক্ষা শেষ হয় ২২ ফেব্রুয়ারি। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৯৪। যা গত বছরের থেকে ৬২ হাজারেরও বেশি। রাজ্যের মোট ২ হাজার ৬৮৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার্থীরা।

## জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক কংগ্রেসের, ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি বৈঠক

**নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ** কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ জঙ্গি হামলার রক্তাক্ত ছাপ এখনও জাতির হৃদয়ে তাজা। ২৬ জন নিরীহ প্রাণের বলিদান গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই হামলার কড়া নিন্দা জানাতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কার্যকরী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জরুরি ভিত্তিতে বসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। দিল্লির ২৪, আকবর রোডে অবস্থিত কংগ্রেস সদর দফতরে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধি, সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকের শুরুতেই হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে উঠে হামলার শিকারদের স্মরণ করেন এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। সভায় উপস্থিত নেতারা এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন, এটি কেবলমাত্র একটি জঙ্গি হামলা নয়, এটি মানবতার উপর আঘাত। বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে জোরালোভাবে বলা হয়, এই হামলা প্রমাণ করে যে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফাঁক রয়ে গেছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন

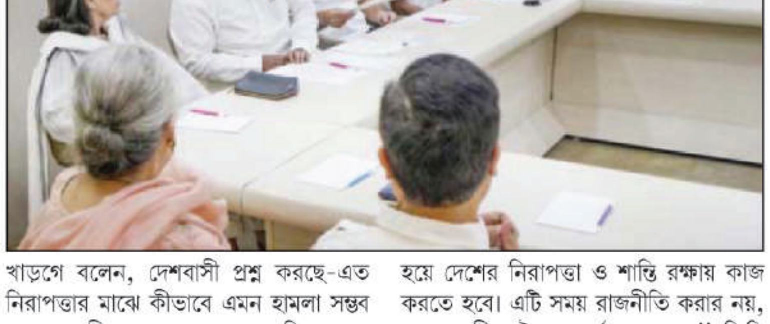

খাড়গে বলেন, দেশবাসী প্রশ্ন করছে-এত নিরাপত্তার মাঝে কীভাবে এমন হামলা সম্ভব হয়? কেন্দ্রীয় সরকারকে কেবল নিন্দা নয়, এখন বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। সভায় প্রস্তাব আনা হয় যাতে দল একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে এই হামলার তীব্র নিন্দা থাকবে এবং শহিদদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হবে। বৈঠকে রাহুল গান্ধি বলেন, ''এই মুহূর্তে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একজোট হয়ে দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষায় কাজ করতে হবে। এটি সময় রাজনীতি করার নয়, বরং জাতীয় ঐক্য প্রদর্শনের সময়।'' তিনি আরও বলেন, ''আমাদের সেনা, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর সহায়তা দিতে হবে, যাতে এমন হামলার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।'' প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদ্রা বলেন, ''যেসব পরিবার তাঁদের প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে আছি। এই হামলার দোষীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।'' বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করে, যার মধ্যে রয়েছে- (১) হামলার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা, (২) শহিদদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ, (৩) জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার পূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন, (৪) আন্তঃসীমান্ত জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধে কড়া পদক্ষেপ, (৫) কেন্দ্রের তরফে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা। পহেলগাঁও হামলার রক্তাক্ত ছায়া এখন জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই জরুরি বৈঠক প্রমাণ করল, এই পরিস্থিতিকে দলীয় নয়, জাতীয় ইস্যু হিসেবে দেখা উচিত। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এখন একটাই প্রশ্ন করছেন-আর কত? কংগ্রেস সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার দাবিতে সরব হয়েছে, এবং এই বৈঠক তারই প্রতিফলন।

# ফের সাফল্য ছত্তিশগড়ে, বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিহত ৩ মাওবাদী

রায়পুর, ২৪ এপ্রিলঃ নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে ৩ মাওবাদী। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমান্তবর্তী বিজাপুর জেলার কাররেগুট্টার বনাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন নকশাল নিহত হয়েছে। ৩ দিন আগে নিরাপত্তা বাহিনীর বৃহত্তম এই নকশাল-বিরোধী অভিযান শুরু হয়েছিল। তল্লাশি অভিযান এবং এনকাউন্টার চলছে।নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় নিরন্তর চলছে অভিযান। একের পর এক অভিযানে সাফল্য পাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। এবার বিজাপুরে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে ৩ মাওবাদীর বলে জানান।

# মানিকতলার হাডকো ফুটব্রিজে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ কলকাতার মানিকতলা থানা এলাকার হাডকো ফুট ওভারব্রিজে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ওভারব্রিজ থেকে এক যুবকের দেহ ঝুলতে দেখেন স্থানীয়েরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আর জি কর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় মিত্র (৩৫)। তাঁর বাড়ি উল্টোডাঙায়। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে ওই যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কী ভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# অসহ্য গরম মধ্য ও পূর্ব ভারতে, তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল ঃ অসহ্য গরমে রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে মধ্য ও পূর্ব ভারত। ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে এই গরম থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতেও তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও পূর্ব রাজস্থানে তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে।আইএমডি জানিয়েছে, এই মাসের ২৬ তারিখ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ, বিদর্ভ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ মধ্য ও পূর্ব ভারতে একই রকম পরিস্থিতি বিরাজ করবে। এদিকে, আজ পর্যন্ত পূর্ব ভারতে এবং পরবর্তী ৭ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# 'আইসিস' থেকে হুমকি পেলেন গম্ভীর, পুলিশের দ্বারস্থ ভারতের প্রধান কোচ

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল ঃ 'আইসিস কাশ্মীর' থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ তথা প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর। এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে বুধবারই দিল্লি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন গম্ভীর। এফআইআর-এর জন্য অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান গম্ভীর।গৌতম গম্ভীরের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে 'আইসিস কাশ্মীর' থেকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বুধবার তিনি দিল্লি পুলিশের দ্বারস্থ হন, নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান গম্ভীর।

# ১৪০ কোটি ভারতবাসীর ইচ্ছাশক্তি সন্ত্রাসের প্রভুদের কোমর ভেঙে দেবেঃপ্রধানমন্ত্রী

মধুবনী, ২৪ এপ্রিল ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর ইচ্ছাশক্তি সন্ত্রাসের প্রভুদের কোমর ভেঙে দেবে। বৃহস্পতিবার বিহারের মধুবনীতে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই হামলা কেবল নিরস্ত্র পর্যটকদের উপরই হয়নি দেশের শত্রুরা ভারতের বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করার সাহস করেছে। আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যারা এই হামলা চালিয়েছে এবং যারা এই হামলার ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের কল্পনার চেয়েও বড় শাস্তি পেতে হবে। এখন সময় এসেছে সন্ত্রাসবাদীদের অবশিষ্ট যতটুকু জমি আছে, তাও ধ্বংস করার।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিহারের পবিত্র ভূমি থেকে, আমি সমগ্র বিশ্বকে বলছি, ভারত প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সমর্থকদের চিহ্নিত করবে, তাদের খুঁজে বের করবে এবং শাস্তি দেবে। আমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাদের তাড়া করব। সন্ত্রাসবাদ ভারতের চেতনাকে কখনও ভেঙে ফেলবে না। সন্ত্রাসবাদী শাস্তি পাবেই। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে। সমগ্র দেশ এই সংকল্পে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মানবতায় বিশ্বাসী সকলেই আমাদের পাশে আছে। আমি বিভিন্ন দেশের জনগণ এবং এই সময়ে আমাদের পাশে থাকা নেতাদের ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় কেউ নিজের ছেলেকে হারিয়েছে, কেউ নিজের ভাইকে হারিয়েছে এবং কেউ নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায় কথা বলত, কেউ কেউ কন্নড় ভাষায় কথা বলত, কেউ মারাঠি ছিল, কেউ ওড়িয়া ছিল, কেউ কেউ গুজরাটি ছিল, কেউ কেউ বিহারের ছিল। এখন কার্গিল থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, সেই সমস্ত মানুষের মৃত্যুতে আমাদের শোক এবং ক্রোধ একই।

# সমগ্র দেশ সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করছেঃঅধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ২৪ এপ্রিলঃ সমগ্র দেশ সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করছে, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর বলেছেন, পাঁচটি পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমগ্র দেশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিশোধের জন্য।পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, এটা সম্ভব যে, এই বন্ধ হওয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পদক্ষেপের অংশ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। অধীর বলেছেন, সরকার বলছে, তারা জল সরবরাহ বন্ধ করবে, যা ঠিক আছে, কিন্তু তা বন্ধ করার জন্য, বাঁধ তৈরি করতে হবে এবং আমরা জানি না কখন তা হবে। তবে, সরকারের অবস্থান স্পষ্টতই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে। তবে আমাদের স্থল-স্তরের প্রভাব দেখতে হবে। আমি ভারত সরকারের কোনও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করি না বলে জানান তিনি, অর্থাৎ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি আরো বলেন যে পাকিস্তান দেশকে জল সরবরাহ বন্ধ করতে হবে বলেছেন এখনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর বব্যস্থা নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

# পহেলগামে জঙ্গি হামলায় তীব্র নিন্দা দেশে-বিদেশে

জম্মু, ২৪ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই পর্যটক। দু'দশকের ব্যবধানে আবারও কাশ্মীরে বড় হামলার শিকার পর্যটকেরা। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা আরও একবার না।য়ে দিয়েছে ভারতকে। এই দু ঃসময়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বিভিন্ন দেশ। বিদেশ থেকেও এসেছে শোকবার্তা। আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ইজরায়েল-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।আমেরিকঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ট্রাম্পকে তাঁর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন, ভারত এই কাপুরুষোচিত এবং জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার অপরাধী এবং সমর্থকদের বিচারের আওতায় আনতে বদ্ধপরিকর।জার্মানিঃ জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ 'এক্স'-এ পোস্ট করেছেনঃআমরা পহেলগামে পর্যটকদের ওপর জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। নিহতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা, আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।ইজরায়েলঃইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, আমার প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদী, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইজরায়েল ভারতের পাশে রয়েছে।অস্ট্রেলিয়াঃঅস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ 'এক্স'-এ পোস্ট করেছেনঃজম্মু ও কাশ্মীরে নিরীহ নাগরিকদের উপর ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় আমি মর্মাহত। এই হিংসার কোনও যৌক্তিকতা নেই এবং অস্ট্রেলিয়া এর নিন্দা করে।ব্রিটেনঃব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার 'এক্স'-এ পোস্ট করেছেনঃকাশ্মীরে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা অত্যন্ত বিধ্বংসী। আমার সমবেদনা ক্ষতিগ্রস্তদের, তাদের প্রিয়জনদের এবং ভারতের জনগণের সঙ্গে।নেপালঃনেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি টুইট করেছেন, নেপাল ভারতের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং যে কোনও এবং সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলো ঢাকা। এক প্রেস বিবৃতিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শোকবার্তায় জানানো হয়েছে, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং এই হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইযে. বাংলাদেশ নিজস্ব অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।জম্মু ও কাশ্মীর সরকার পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে যে, নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর বর্বরোচিত হামলার কোনও স্থান নেই সমাজে। প্রিয়জনদের হারানোর কোনও পরিমাণ অর্থই কখনও ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। তবে সহযোগিতা হিসাবে, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার মৃতদের পরিবারগুলির জন্য ১০ লক্ষ টাকা, গুরুতরভাবে আহতদের জন্য ২ লক্ষ এবং স্বল্প আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের তালিকা -১. ইন্দোরের বাসিন্দা সুশীল নাইথিয়াল।২. পহেলগামের বাসিন্দা সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ।৩. মুম্বইয়ের বাসিন্দা হেমন্ত সুহাস জোশী৪. হরিয়ানার বাসিন্দা বিনয় নারওয়াল।৫. মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা অতুল শ্রীকান্ত মনি।৬. উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা নীরজ উধওয়ানি৭. কলকাতার বাসিন্দা বিতান অধিকারী,।৮. নেপালের বাসিন্দা সুদীপ ন্যূপানে।৯. উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা শুভম দ্বিবেদী১০. ওডিশার বাসিন্দা প্রশান্ত কুমার সতপথি।১১. বিহারের বাসিন্দা মনীশ রঞ্জন।১২. কেরলের বাসিন্দা এন. রামচন্দ্র১৩. মুম্বইয়ের বাসিন্দা সঞ্জয় লক্ষ্মণ লালী।১৪. চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা দীনেশ আগরওয়াল।১৫. কলকাতার বাসিন্দা সমীর গুহ।১৬. মুম্বইয়ের বাসিন্দা দিলীপ দাসালি।১৭. বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা জে শচচন্দ্র মলি।১৮. বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা মধুসূদন সোমিসেত্তি।১৯. মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা সন্তোষ জগদা২০. কর্ণাটকের বাসিন্দা মঞ্জু নাথ রাও।২১. মহারাষ্ট্রর বাসিন্দা কস্তুবা গনভোতেত্রা।২২. বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ভারত ভূষণ।২৩. গুজরাটের বাসিন্দা সুমিত পারমার২৪. গুজরাটের বাসিন্দা ইয়াতেশ পারমার।২৫. অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা তেগেহেলিং।২৬. গুজরাটের বাসিন্দা শৈলেশভাই এইচ. হিম্মতভাই।এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে সৌদি আরব সফর কাঁটছাঁট করে বুধবার সকালে ভারতে ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেই কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন তিনি। সেই বৈঠকে ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং অন্যান্য আধিকারিকেরা। মঙ্গলবার রাতে সৌদির রাজার নৈশভোজ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়েই দিল্লির বিমান ধরেন মোদী। পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী মোদী। খবর পাওয়ামাত্রই সৌদি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি কাশ্মীরের সুরক্ষা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের নির্দেশ দেন। শুধু তা-ই নয়, শাহকে কাশ্মীরে পৌঁছোনোরও কথাও বলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলবার রাতেই শ্রীনগরে পৌঁছে সেনা, আধাসেনা, পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন শাহ। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেও দিল্লি ফিরে এসেছেন। পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সফর কাটছাঁট করেছেন। অর্থ মন্ত্রকের তরফে মঙ্গলবার গভীর রাতে (বুধবার) এই বিষয়ে জানা গেছে। জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-পেরুতে তাঁর সরকারি সফর সংক্ষিপ্ত করেছেন। এই কঠিন এবং দু ঃখজনক সময়ে জনগণের পাশে থাকার জন্য তিনি ভারতে ফিরে আসার প্রথম উপলব্ধ বিমানে উঠবেন।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার সকালে শ্রীনগরে নিহতদের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিহতদের পরিজনদের সঙ্গেও দেখা করেছেন অমিত শাহ। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সামনে কান্নায় ভেঙে প।নে নিহতদের পরিজনরা। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার আবহে শ্রীনগর রুটে বিমান ভাড়া যাতে না বৃদ্ধি হয়, তা নিশ্চিত করতে উড়ান সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিল কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে উড়ান সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শ্রীনগর রুটে বিমানের ভাড়া যাতে বৃদ্ধি না করা হয়। পাশাপাশি, অতিরিক্ত বিমান চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দু-দিনের অসম সফর স্থগিত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ২৪ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি মুর্মুর দু-দিনের অসম সফরের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সফর আপাতত স্থগিত করেছেন বলে বুধবার (২৩ এপ্রিল) জানানো হয়।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে ২৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবারের কানপুর সফর বাতিল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি বিবৃতি অনুসারে, কানপুর সফরে ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে বিরাজমান শোকের পরিবেশ এবং জনসাধারণের অনুভূতির কারণে, শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কানপুর সফরের বিষয়ে আপাতত বিশদে কিছু জানানো হয়নি।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বুধবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, গতকাল জম্মু ও কাশ্মীরে যে হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নিঃদনীয়। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত, কারণ এটি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার বিষয়। যারা এই হামলার জন্য দোষী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, সরকার সেই দিকে কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে।পহেলগামে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করে দুই মিনিট নীরবতা পালন হল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পহেলগাম জঙ্গি হামলার নিন্দা করে, জঙ্গি হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট শোকজ্ঞাপনের অঙ্গ হিসাবে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সব এজলাস এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করে।জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে জঙ্গি হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক কারারার সঙ্গে কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম জেলায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গেও। তিনি কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও।জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরে বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি নালা সরজীবনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর তল্লাশি অভিযানও চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে জম্মু, পুঞ্চ ও শ্রীনগরেও। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর জম্মুতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হযেছে। নিরাপত্তা বাহিনী মোতাযেন করা হযেছে এবং কঠোর যানবাহন তল্লাশি নিশ্চিত করার জন্য কাঁটাতারের ব্যারিকেড দেওযা হযেছে। এদিকে, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার জনগণ সম্পূর্ণ বনধের ডাক দিযেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, পুলওয়ামা, উধমপুরেও বনধ ডাকা হয়েছে। শ্রীনগরের লাল চক এদিন সকালে সম্পূর্ণ শুনশান ছিল। চেম্বার অ্যান্ড বার অ্যাসোসিযেশন সম্পূর্ণ বন্ধের ডাক দিযেছে।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বুধবার জম্মুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ডোগরা ফ্রন্টের কর্মীরা। বাছাই করে

# আগরতলা পুর নিগমে ৪৭৫. ৮৩ কোটি টাকার বাজেট

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ঃ২০২৫ ২৬ অর্থবর্ষের জন্য আগরতলা পুর নিগমে ৪৭৫. ৮৩ কোটি টাকার বাজেট। ৭২.২ লক্ষ টাকার ঘাটতি। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ১৬২. ১৩ কোটি টাকা এবং মূলধনী প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ৩১৩.৭০ কোটি টাকা। নতুন, সু ন্দর, পরিচ্ছন্ন, জঞ্জালমুক্ত আগরতলা গঠনের লক্ষ্যে এই বাজেট বলে জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।বুধবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছে আগরতলা পুর নিগম। এদিন নিগমের কনফারেন্স হলে আযোজিত বাজেট বৈঠকে এই ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেন নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। বিভিন্ন প্রকল্প রূপাযণের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজগুলি বাজেট ভাষণে তুলে ধরেন মেয়র।উল্লেখিত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে রাজধানীর শকুন্তলা রোড, রামনগর চার নম্বর এবং সসঙ্গ আশ্রম এলাকায় তিনটি নতুন ফ্লাড পাম্প হাউস নির্মাণ করা। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি টাকা। আইজিএম চৌমুহনীতে নতুন ফ্লাড পাম্প ও জল নির্গমনকারী পাম্পলাইন বসানো হবে। এর জন্য আনুমানিক ৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে।তাছাড়া, পুর নিগমের বর্ধিত এলাকায় নতুন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ এবং স্ট্রিট লাইট লাগানোর ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নতুন ওয়ার্ড অফিস নির্মাণে বরাদ্দ রাখা হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। ৩.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে শহরের তিনটি শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শহরে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতিকল্পে পুর নিগম ১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে।এদিন বাজেট বৈঠকে বাজেট প্রস্তাবের পর মেয়র দীপক মজুমদার জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব ধরা হয়েছে ৪৭৫. ৮৩ কোটি টাকা। এই অর্থরাশির মধ্যে রাজস্ব প্রাপ্তি ১৬২.১৩ কোটি টাকা, মূলধন প্রাপ্তি ৩১৩.৭০ কোটি টাকা। মেয়র জানান, প্রস্তাবিত বাজেট অনুসারে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১১০.৬৫ কোটি টাকা এবং মূলধনী ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬৫. ৯০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে ঘাটতি ধরা হয়েছে ৭২.০২ লক্ষ টাকা। মেয়র জানান, পুর নিগমের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত টাকায় এই ঘাটতি পূরণ করা হবে।এদিন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার আরও জানান, আগরতলা পুর নিগমের প্রত্যেক কর্পোরেটররাই বেশ ভালো কাজ করছেন। এর ফলে শহরের সার্বিক পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি জানান, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা এবং আলোর ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে। এছাড়া সড়ক, নর্দমা নির্মাণ, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলির সংস্কার করা, যানজট মুক্ত করতে পার্কিং জোন করা প্রভৃতি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।তিনি জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় নতুন আগরতলা, সুন্দর আগরতলা, পরিচ্ছন্ন আগরতলা, জঞ্জাল মুক্ত

## শনিবার সন্ধে থেকে নির্জলা হাওড়ার একাংশ

হাওড়া, ২৪ এপ্রিল ঃ শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত হাওড়া শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্ধ রাখা হবে জল সরবরাহ। হাওড়া পুরসভা সূত্রের খবর, প্রায় ১১ ঘণ্টা আসবে না জল।জরুরি ভিত্তিতে পাইপলাইনের কিছু কাজের জন্যই জল সরবরাহ বন্ধ করার এই সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের নটবর পাল রোড ও ইস্ট ওয়েস্ট রোডের সংযোগস্থলে জলের পাইপলাইন এবং ড্রেনেজ ক্যানেল রোড এবং কামারডাঙা রোডের সংযোগস্থলে পাইপ লাইনে আন্তঃসংযোগের কাজ সবে। এর জন্য আগামী শনিবার ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা থেকে পর দিন রবিবার ২৭ এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত পুরো হাওড়া পুরসভার ১ থেকে ৫০ ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

# কেন্দ্রের পদক্ষেপে কাশ্মীরে শান্তি ফিরবে, আশাবাদী দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুতে ব্যথিত বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি আশাপ্রকাশ করে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আগেও কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে কাশ্মীরে সমস্যার সমাধান করেছিল, এবার তাই করবে কেন্দ্রীয় সরকার।বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, গত ১০ বছর ধরে, কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিভিন্ন পদক্ষেপের পর, শান্তি ফিরে এসেছে, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফলাফল স্পষ্ট। তবে, নির্বাচনের দাবি এবং সরকার গঠনের পরেও, এত বড় ঘটনা ঘটেছে, এটি সত্যিই দু ঃখজনক।

# আরও এক প্রত্যাঘাত ভারতের, বন্ধ হল পাক সরকারের এক্স অ্যাকাউন্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর বুধবার রাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচ দফা পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবার ষষ্ঠ প্রত্যাঘাত করা হল। পাকিস্তানের সরকারি এক্স অ্যাকাউন্টটি ভারতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে।উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোক কল্যাণ মার্গের সরকারি বাসভবনে বৈঠকে বসেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি (সিসিএস)। ওই বৈঠকের পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়। যত দিন না পাকিস্তান আন্ত ঃসীমান্ত সন্ত্রাসের প্রতি নিজস্ব সমর্থন প্রত্যাহার করছে, তত দিন সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি। পাশাপাশি, আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে চলাচল বন্ধ করা, উপযুক্ত নথিপত্র নিয়ে যাঁরা এই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের ১ মে-র মধ্যে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সময় দেওয়া হয়েছে।

# ব্যবসার ক্ষতি হবে, তবুও মোদীজির পাশে আছি, মন্তব্য আটারি সীমান্তের ব্যবসায়ীদের

অমৃতসর, ২৪ এপ্রিল ঃ আটারির ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত, ওই পথে ভারতে আসা পাকিস্তানিদের ১ মে-র মধ্যে ফিরতে হবে। পহেলগাম হামলার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। এই চেকপোস্ট বন্ধের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে। তবে, বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীরাই জানালেন, ব্যবসার ক্ষতি হবে ঠিকই, তবুও মোদীজির পাশে আছি আমরা।মনজি সিং নামে এক ব্যবসায়ী বলেছেন, আমাদের ব্যবসা কোনওভাবে চলবে, কিন্তু যা ঘটেছে (সন্ত্রাসী হামলা) তা অত্যন্ত ভুল ছিল। পর্যটকদের উপর আক্রমণ করা অত্যন্ত অন্যায়। আমাদের ব্যবসা কমে গেলেও কোনও সমস্যা নেই। আমরা দেশের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ভালো।

# সিডব্লিউসি মিটিংয়ে বসল কংগ্রেস, পহেলগামের নিহতদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃহস্পতিবার দলের কার্যকরী কমিটির একটি জরুরি বৈঠক করেছেন। ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী, সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও অন্যরা দিল্লিতে দলের ২৪, আকবর রোড অফিসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠকে অংশ নেন। পহেলগামের নিহতদের স্মৃতিতে কিছু সময় নীরবতা পালন করা হয়।

# পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১১বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার, ইংরেজীঃ২৪এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১০ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ

# আবহাওয়া

ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাস্তানাবুদ বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্ত, উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৩ দিন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধাপে ধাপে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।ঝড়-বৃষ্টির আবহ কেটে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতেও বাড়ছে গরম। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল১১ টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৪মনিট। সূর্যঃউদয় হবেঃ সকাল ৫টা ১৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৬মিনিটে।

# স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করলো বিচারক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ এপ্রিলঃ এবার বাসন্তীতে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল বিচারক। স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয় স্বামী।বুধবার আলিপুরের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক ইন্দ্রনীল হালদার তাঁর রায়ে বলেছেন, পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রী কবিতাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে এই মামলার মূল অভিযুক্ত স্বামী নীতীশ মণ্ডলকে (৫৫) দোষী সাব্যস্ত করা হয় বুধবার। বৃহস্পতিবার বিচারক অরিন্দম হালদার জাজ এফ টি সি ফোর মামলায় অভিযুক্ত আসামী নীতিশ মন্ডলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন। বিশেষ সরকারি আইনজীবী কাজি খালেকুজ্জামান বৃহস্পতিবার বলেন, এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২১ সালের ৮ই আগস্টের ভোর বেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ৬ নং গরান বোস এলাকায়। খুনের পর স্ত্রীর ক্ষত বিক্ষত দেহ প্যাকেট বন্দি করে রান্নাঘরের

এককোণে রাখা হয়েছিল। সুযোগ বুঝে সেই দেহ গ্রামের কোনও ঝোপঝাড়ে বা পরিত্যক্ত জলায় ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল স্বামীর। সেই সময় কয়েকজন পরিচিত ওই ব্যক্তির বাড়িতে আসেন। তাঁরা ঘরে ঢুকে দেখেন, বারান্দার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চাপ চাপ রক্তের দাগ। সন্দেহ হওয়ায় পুলিসে খবর দেন তাঁরা। পুলিস এসে স্বামীকে লাগাতার জেরা করায় ভেঙে পড়ে সে। এরপর স্ত্রীকে খুনের কথা কবুল করে। স্ত্রীর দেহ কোথায় রাখা আছে, তা ও দেখিয়ে দেয় নীতীশ। পুলিস স্বামীকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতার ভাই মনোরঞ্জন মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস খুনের মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্তে নামে। খুনের দিনই ওই বাড়ি থেকেই পুলিস রক্তমাখা কুড়ুলটি উদ্ধার করে। এই কেসের তদন্তকারী পুলিস অফিসার সনাতন কর্মকার ২৯.৯.২০২১ সালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে চার্জশিট পেশ করেন।

এই মামলায় সাক্ষ্য দেন ১৭ জন।বিচার চলাকালীন অভিযুক্ত একাধিকবার জামিনের আর্জি জানালেও বিচারক তা বাতিল করে দেন। ফলে জেল হেফাজতে রেখেই চলে অভিযুক্তের বিচার। আর বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতের মহামান্য বিচারক আসামীর শাস্তি ঘোষণা করলেন।

# পহেলগাঁও হামলায় নিহত সমীর গুহর বেহালার বাড়িতে ফিরহাদ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ** পাকিস্তানপন্থী উগ্র ইসলামিক মৌলবাদীদের হাতে ২৬ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে সোচ্চার সারা দেশ। তিনজন বাঙালি পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের একজন সমীর গুহ। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহত সমীর গুহর বাড়িতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কথা বললেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘‘এটা কাপুরুষের মতো কাজ। কেন্দ্রকেও নিশানা করলেন তিনি। যদিও তিনি বলেন নি যে এটা ইসলামী মৌলবাদীদের কাজ। এখনও পর্যন্ত জঙ্গি হানায় রাজ্যের তিন জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। বেহালার সমীরের পাশপাশি

রয়েছেন কলকাতার বাসিন্দা বিতান অধিকারী। এছাড়া পুরুলিয়ার মণীশরঞ্জন মিশ্র নামেও একজনের মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছে। বিতানের বাড়ি পাটুলির বৈষ্ণবনগরে। মৃতের স্ত্রী সোহিনী অধিকারীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সংবাদমাধ্যমকে ফিরহাদ বলেন, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা কাপুরুষদের কাজ। যাদের অপদার্থতার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তাঁদেরও আমি ধিক্কার জানাই। এখানে হিন্দু-মুসলিমের কোনও বিষয় নেইএখানে ভারতীয় শহিদ হয়েছে। সন্ত্রাসের কোনও ধর্ম নেই, ধর্ম মানুষকে হত্যা করতে শেখায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে সেকথা কিন্তু উল্লেখ করেন নি ফিরহাদ। ফিরহাদ আরও বলেন, আমরা ভেবেছিলাম, ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে কাশ্মীর বদলে গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা থাকবে। কিন্তু সেখানে সেনা-জওয়ান ছিল না। আর্মি কোথায় ছিল? গোয়েন্দারা কোথায় ছিলেন? এই অপদার্থতা কেন?

# শনিবার জল বন্ধের নোটিশ দিল হাওড়া পুরসভা

**দুরন্ত বার্তা, হাওডা, ২৪ এপ্রিল ঃ** জরুরী ভিত্তিতে হাওড়া পুরসভা এবং কেএমডিএ দ্বারা হাওড়া শহরের ২২নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত নটবর পাল রোড এবং ইস্ট ওয়েস্ট রোডের সংযোগস্থলে ১২০০ এমএম ভ্যালভ বসানোর কাজ এবং ইছাপুর জলের ট্যাঙ্কের কাছে ড্রেনেজ ক্যানেল রোড এবং কামারডাঙ্গা রোডের সংযোগস্থলে পাইপ লাইনের আন্তঃসংযোগের জন্য আগামী শনিবার ২৬শে এপ্রিল ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরেরদিন অর্থাৎ রবিবার ২৭শে এপ্রিল ২০২৫ সকাল ৬টা পর্যন্ত হাওড়া পুরসভার সকল ওয়ার্ডে (১ থেকে ৫০) জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। ২৭শে এপ্রিল ২০২৫ রবিবার সকাল ৬টা থেকে সমস্ত ওয়ার্ডে পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।

# মুখ্যমন্ত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর পোস্ট

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর পোস্ট, শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিংকর মন্ডল বাগদা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি সামাজিক মাধ্যমে লক্ষ্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ছবি ব্যবহার

করে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের অপমান। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই বিষয়ে বুধবার বাগদা কুরুলিয়া হাই স্কুলের শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বাগদা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাগদা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিংকর মন্ডল। এই বিষয়ে বাগদা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কিংকর মন্ডল জানিয়েছেন আমরা এই বিষয়ে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। এই শিক্ষিকার উপযুক্ত শাস্তির দাবি করছি আমরা। অভিযুক্ত শিক্ষিকার বাড়িতে গেলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

# মাদ্রাসা দারুল ফালাহে দারসে হাদীসের অনুষ্ঠানে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৪ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার উওরপাড়া মাদ্রাসা দারুল ফালাহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তে দারসে হাদীস (মিশকাত শরীফ) এর শুভারম্ভ হয়ে গেল।
উপস্থিত ছিলেন রাজ্য জমিয়ত উলমায়ে হিন্দের সভাপতি তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, জমিয়েত উলমা হিন্দের জেলা সভাপতি মাওলানা হাসনুজ্জামান মাজাহিরী সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি লিয়াকাত আলি সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি আমিন উদ্দিন সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা শামসুল আলম সাহেব, হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব, হযরত মাওলানা কাজেম আলী সাহেব, উত্তরপাড়া মাদ্রাসা দারুল ফালাহের প্রধান শিক্ষক মুফতি আতিকুর রহমান সহ আরো অনেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাচিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরপাড়া মাদ্রাসার দারুল ফালাহ।এখানে ৬ শতাধিক ছাত্র পড়াশোনা করে।
এখানকারছাত্ররা বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাবেতা বোর্ডের পরীক্ষায় দশজন ভালো স্থান করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জেলার পাঁচ শতাধিক মাদ্রাসা থেকে শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুহাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সারা রাজ্যে ১১০০ মাদ্রাসা আছে। রাজ্যের মধ্যে দশের মধ্যে আছে এই মাদ্রাসা বলেও উল্লেখ করেন এদিন মাওলানা সিদ্দিকুল্লাও চৌধুরী।

# পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার জেরে কাশ্মীর ভ্রমণ বাতিল করছেন পর্যটকেরা, মাথায় হাত ট্রাভেল এজেন্সির

**দুরন্ত বার্তা, হাওডা, ২৪ এপ্রিল ঃ** পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার জেরে কাশ্মীর ভ্রমণ বাতিল করছেন পর্যটকেরা, মাথায় হাত ট্রাভেল এজেন্সিগুলির। ওই জঙ্গি হামলায় নিহত হন ২৬ জন পর্যটক। জখম হন আরও অনেকে। এই ঘটনাতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পর্যটকদের মধ্যেও। যাঁরা সেখানে গিয়েছেন প্রাণভয়ে কাশ্মীর ছেড়ে তাঁরাই এখন ভ্রমণ কাটছাঁট করে বাড়ি ফিরতে চাইছেন। এর পাশপাশি যাঁরা কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ভ্রমণ বাতিল করছেন। এর ফলে ট্রাভেল এজেন্টদের এখন মাথায় হাত। উত্তর হাওড়ার এক ট্রাভেল এজেন্ট অভিজিৎ মন্ডল জানান, কোভিডের পর গত দুবছর কাশ্মীর পর্যটন বেশ চাঙ্গা হয়েছিল। প্রচুর ট্যুরিস্টই বেড়াতে যাচ্ছিলেন ভূস্বর্গে। এবারও রেকর্ড বুকিং হচ্ছিলো। কিন্তু এরই মাঝে ঘটে যায় জঙ্গি হামলার মতো ঘটনা।এর জেরে সব বুকিং বাতিল হতে শুরু করেছে। এতে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। শুধু এখানেই নয় কাশ্মীরের ট্রাভেল এজেন্টরাও সমস্যায় পড়েছেন। এছাড়া অমরনাথ যাত্রাও অনেকে বাতিল করছেন। পেশায় সাংবাদিক জগন্নাথ সামন্ত বলেন, দুবার কাশ্মীর ভ্রমণের পর এতটাই ভালো লেগেছিল যে সপরিবারে তিনবার কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সঙ্গে পরিবারের তিনজন দুই দিদি আর ভাগ্না যেতাম। দুমাস আগে ট্রেনের টিকিট বুকিং করা হয়েছিল। আগামী ১২-১৮মে আমাদের যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হামসফর এক্সপ্রেসে করে ছত্রিশ ঘন্টা সময় লাগত জম্মু পৌঁছতে। ১০ হাজার টাকায় হোটেল বুকিং করা ছিল। পরিবারের অনেক স্বপ্ন ছিল কাশ্মীর ঘুরতে যাওয়ার। কিন্তু পেহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর এখন যেন তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। কাশ্মীরের হত্যালীলার খবরে তড়িঘড়ি ট্রেনের টিকিট এবং হোটেল বুকিং ক্যানসেল করা হয়েছে। গুলমার্গ, শোনমার্ক, পেহেলগাঁও, ডাললেক ভ্রমণের পরিবারের স্বপ্ন এবারের মতো স্বপ্নই রয়ে গেল। উত্তর হাওড়ার আরেক বাসিন্দা হেনা সিদ্দিকী সপরিবারে সম্প্রতি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। এবারের ভ্রমণ এতো ভালো হয়েছিলো যে আগামী মাসে পরিবারের অন্যদের সাথে আবার সেখানে যাবার জন্য বুকিং করে ফেলেছিলেন।কিন্তু পেহেলগাঁও থেকে ফেরার পরের দিনই এবার জঙ্গি হামলা হয়। আতঙ্কে পরের সফর তাই তাঁরাও বাতিল করে দিয়েছেন। পর্যটক ও ট্রাভেল এজেন্টরা চাইছেন সরকার কড়া পদক্ষেপ নিক। তা নাহলে আগামী দিনে ভূস্বর্গে ভ্রমণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

# দৌড় দৌড় আর দৌড় - অবশেষে বাঁচলেন ৪ পর্যটক

**দুরন্ত বার্তা, বারাসাত, ২৪ এপ্রিল ঃ** সেই ভয়ঙ্কর ২২ এপ্রিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত তখন বারাসাতের চার পর্যটক। কাশ্মীর ঘুরতে গিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে জঙ্গি হানার ঘটনাস্থল পেহেলগাঁওয়ের বৈসরন ভ্যালিতে ছিলেন বারাসাতের চার পর্যটক। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে যেন প্রাণে বেঁচেছেন তারাও। পেছনে থাকা সহযাত্রী পর্যটকদের মুখেই প্রথম শোনেন গুলির আওয়াজের কথা। হোটেলে পৌঁছতেই গাড়ির চালক গোটা বিষয়টি জানান তাদের। কয়েক মিনিট আগে যে স্বপ্নের ভূস্বর্গ মিনি সুইজারল্যান্ড দেখে এসেছিলেন চোখের সামনে, তা যেন মুহূর্তেই বদলে গিয়েছে আতঙ্কের মৃত্যুপুরীতে।বারাসতের নবপল্লির বাসিন্দা নবনীতা ভট্টাচার্য বাগচি ও তাঁর স্বামী শান্তনু বাগচী সহ ছোটবেলার বান্ধবী অর্পিতা ভট্টাচার্য ও তার স্বামী সত্যব্রত ভট্টাচার্যের গিয়েছিলেন কাশ্মীর ভ্রমণে। ভাগ্যের জোরেই তারা বেঁচেছেন বলেই মনে করছেন পরিবার সহ প্রতিবেশীরা। হামলার সময় তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কিছুটা দূরেই ছিলেন। আর কিছু সময়ের এদিক ওদিক হলেই ঘটতে পারতো চরম বিপদ। নবনীতা দেবীর পুত্র অনুভব বাগচি এদিন জানান, ভাগ্য না থাকলে বাবা-মা আর ফিরতেন না। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে এত বড় বিপদ থেকে তাঁরা অক্ষত বেরিয়ে এসেছেন। ঘটনার দিন সকাল বেলা প্রথমে গাড়িতে ও তারপর ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছন বৈসরন ভ্যালি। তারপরেই ঘটে নৃশংস এই হত্যা লীলা।

# মৈপীঠকে যেন নিজের বিচরণভূমি করে তুলেছে সুন্দরবনের রাজা

**দুরন্ত বার্তা, মৈপীঠ, ২৪ এপ্রিল ঃ** সুন্দরবন মানেই জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। তবে সেই বাঘের আনাগোনা বাড়ে শীতকালে। কিন্তু ক্ষুধা তো আর ঋতু মানে না। মূলত শীতের মরশুম শুরু হতেই লোকালয়ে বাঘের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শীতের মরশুমে নয় প্রখর গরমের মধ্যেও বাঘের

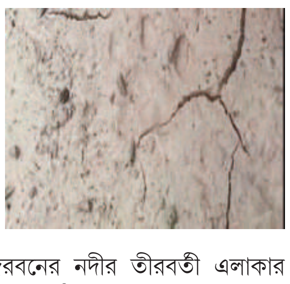

আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছে সুন্দরবনের নদীর তীরবর্তী এলাকার গ্রামগুলিতে। মৈপীঠকে যেন নিজের বিচরণভূমি করে তুলেছে সুন্দরবনের রাজা। ফের দেউলবাড়িতে ভুবেনেশ্বরী হালদার ঘেরী গ্রামে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল। এই নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিস ও বনবিভাগের কর্মীরা। পায়ের ছাপ অনুসরণ করেই বাঘের পথ জানার চেষ্টা করেন তাঁরা। আজমলমারি ১২ নম্বর জঙ্গল থেকে বাঘ মাকড়ি নদী সাঁতরে গ্রামে এসেছিল বলে অনুমান গ্রামবাসীদের। নরম মাটিতে বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। সেই পায়ের ছাপ অবিকল বাঘের পায়ের ছাপের মতো আর এই ছাপকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্রামবাসীরা বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পরে।

# বারুইপুরে জঙ্গি কার্যকলাপ সম্পর্কিত খবর ঠিক নয় বলে দাবি পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালীর

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর,২৪ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হয় যে, দুজন কাশ্মীরি ব্যক্তি বারুইপুরে জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এও প্রচার করা হয় তাঁরা বারুইপুরে এসে বসবাস করছেন এবং বাড়ির ছাদে একটি হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্টেনা বসিয়ে সন্দেহ জনক কোনও কাজে লিপ্ত আছেন। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় বারুইপুর সহ সারা জেলায়। আর তার পরেই সঙ্গে সঙ্গেই বারুইপুর পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। আর তার পরে এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে সাংবাদিক বৈঠকে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি বলেন,সোশ্যাল মিডিয়ার এদিন সকাল থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে যে খবর প্রচার হচ্ছিল তা ঠিক নয়। তবে আমাদের তরফে এদিন খবর পাওয়া মাত্র তৎক্ষনাৎ ওই দুই ব্যক্তিকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই দুই ব্যক্তিই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। এদের মধ্যে এক জন পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং আরেক জন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ওঁরা দুজনেই ভোপালের একটি কলেজ থেকে ২০১৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। এরপর ব্যবসার সন্ধানে বছর খানেক আগে ওঁরা কলকাতায় আসেন। এই মাসের ৪ তারিখে তাঁরা বারুইপুরে একটি আবাসন ভাড়া নেন। এর সঙ্গে তাঁরা মাছ চাষের প্রয়োজনে বিষ্ণুপুরে ৮ বিঘা একটি জায়গা ও নেন। আরও জানা যায় যে, ব্যবসার প্রয়োজনেই

নিজেদের ফ্ল্যাটের ইন্টারনেট কানেকশনটিকে অধিকতর সুদৃঢ় করার জন্যে তাঁরা জিও এয়ার ফাইবারের কানেকশন নেন। ওঁদের আধার কার্ডসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যাচাই করে, ওঁদের পরিচিতি সম্পর্কে দেওয়া তথ্য সঠিক বলে আমরা জানতে পারি। প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনো পর্যন্ত এই দুই ব্যক্তির কোনও রকম কাশ্মীর-যোগ সামনে আসেনি। তাই এদিন পুলিশ সুপার সবার কাছে আবেদন করেন, কোন ও ছবি, ভিডিও বা তথ্য সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট বা শেয়ার করার আগে একবার তার সত্যতা যাচাই করে নিন। কারণ কারও দ্বারা সামাজিক মাধ্যমে কোন অসত্য এবং উস্কানিমূলক তথ্য পরিবেশিত হলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই ব্যক্তিকেই নিতে হবে। তাই বারুইপুরের এই ঘটনা নিয়ে আর কোনো বিভ্রান্তি ছড়াবেন না।

# শিশু ধর্ষণের অভিযোগে থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, সাঁকরাইল, ২৪ এপ্রিলঃ শিশু ধর্ষণের অভিযোগ তুলে হাওড়ার সাঁকরাইলে বৃহস্পতিবার বিকেলে থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেয় বিজেপি। সাঁকরাইল এলাকার বানীপুরের একটি ইটভাটাতে গত ৭ এপ্রিল এক শিশুর উপর শারীরিক অত্যাচার ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ হাওড়া ও সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির ডাকে ওই থানা ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই কর্মসূচিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, সদরের বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পৌলমী আদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে সাঁকরাইল চাপাতলার মোড়ে প্রথমে জমায়েত হয়। সেখান থেকে মিছিল করে সাঁকরাইল থানার সামনে আসেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

# মায়ের পচাগলা দেহ আগলে ঘরের মধ্যে ৩-৪ দিন বসে রইলেন দৃষ্টিহীন ছেলে

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ২৪ এপ্রিল ঃ** হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপ বটতলায় এবার কলকাতার রবীনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া। মায়ের পচাগলা মৃতদেহ আগলে ঘরের মধ্যে ৩-৪ দিন বসে রইলেন দৃষ্টিহীন ছেলে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে মায়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ছেলেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার ডোমজুড়ের সলপ বটতলা এলাকায় ওই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গেছে, মৃতার নাম মায়া বসু (৭০)। অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী স্বামীর মৃত্যুর পর দৃষ্টিহীন ছেলেকে নিয়ে বৃদ্ধা একাই বাড়িতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবেশীরা ওই বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর থেকে বৃদ্ধার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে। এর পাশাপাশি ঘর থেকে অসুস্থ ছেলেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশের অনুমান, অন্তত ৩-৪ দিন আগেই মায়াদেবীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই থেকেই ঘরের মধ্যে মায়ের দেহ আগলে বসেছিলেন মৃতার ছেলে। বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

# হেমন্ত মুখার্জির না গাওয়া গান ডক্টর স্বপন বাউলের কন্ঠে রেকর্ড হলো

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ২৪ এপ্রিলঃ কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শুনলেই মনমহিত হয়ে যায়। সুখ দুঃক্ষ,আনন্দ, মানুষের জীবনকথা ও মনের ব্যাথা, সমাজ সচেতনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা মিষ্টি দরদী গলায় গাওয়া গানে মানুষের ঘুমন্ত মনকেও জাগিয়ে তোলে। হেমন্ত মুখার্জির অসংখ্য বাংলা গান ও হিন্দি গান ভারতবাসীর বাঙালির মনের কোণে আসন অলংকৃত করে থাকবে চিরকাল। সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া আধুনিক গান অর্থাৎ যে গানটির গীতিকার সুরকার ছিলেন আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার বেতার দূরদর্শন শিল্পী বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত শিল্পী স্বপন দত্ত। গীতিকার স্বপন দত্ত বাউল লিখেছিলেন আধুনিক গান ঐ দুষ্টু চোখের মিষ্টি চাওয়া পাগল করেছে। তার লেখা ও সুর করা এই গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া রেকর্ড করার কথা ছিলো। কিন্তু গানটি রেকডিং এর চারদিন আগেই হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন তার ফলে আর স্বপন দত্ত বাউলের লেখা সুরে আধুনিক গানটি তার গাওয়া হয় নাই। অকালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কে হারিয়ে বহুমূখী প্রতিভা স্বপন দত্ত খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। মনের দুঃক্ষ কষ্টে ঐ আধুনিক গানটি আর অন্য কোনো শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ান নি। এ নিয়ে আকাশবাণীর বহুমূখী

প্রতিভার সাক্ষাৎকারের অনুষ্ঠানে স্বপন দত্ত জল ভরা চোখে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন জীবনে খুব সখ ছিলো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে তার লেখা সুরে গান গাওয়ানোর কিন্তু এত দূর এগিয়ে রেকডিং ঠিক হওয়া সত্ত্বেও গান রেকডিং এর চার দিন আগেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করবেন ভাবতেই পারি নি । হেমন্ত মুখার্জির মৃত্যুর কয়েকবছর পর বর্ধমানের জনপ্রিয় দৈনিক মুক্ত বাংলা পত্রিকায় বহুমূখী প্রতিভা স্বপন দত্তর একটি সাক্ষাৎকার নেন সাংবাদিক নয়ন রায়।

তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কে হারানোর ও তার কণ্ঠে স্বপনের লেখা সুরে গান গাওয়ানো হয় নাই এই কষ্টের কথা শুনে পেপারে হেড লাইন করেন হেমন্ত মুখার্জি বেঁচে থাকলে স্বপনের জীবনে টার্নিং পয়েন্ট হতে পারত বহ বছর কেটে গেছে হঠাৎ করে এই খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মিউজিক রেকডিং স্টুডিও এম সি আই স্বপন দত্ত খোঁজ করে যোগাযোগ করেন এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া গানটি স্বপন দত্তকে দিয়ে রেকডিং করার মনস্থির করে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ রেকর্ডিং এর তারিখ ঠিক করেন। ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল তার লেখা ও সুরে আধুনিক গানটি রেকডিং করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া গানটি এবং নিজে ঐ গানটিতে রিদিমে তবলা সঙ্গত করেন। ঐ দুষ্টু চোখের মিষ্টি চাওয়া পাগল করেছে। বাঁকা চোখের ইশারাতে মন কেড়েছে, আমায় পাগল করেছে।। এই গানটি নিজের কণ্ঠে রেকডিং করে বহুমূখী প্রতিভা ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম জানান। এবং ঐ রেকডিং এর দিনেই একইসঙ্গে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের নিজের লেখা ও সুরে আর একটি লোক সঙ্গীত গান রেকডিং ঠিক হয় সাঁওতালিদের মেয়েগুলান মহুয়া বনে যায় পরাণ আমার উদাস হয়ে যায় যায় গো পরাণ আমার উদাস হয়ে যায়। এই গানটিও ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল রেকডিং করেন। এই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই বহুমূখী প্রতিভা ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে এমন এক বিরল ঘটনা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

বহু বছর পরে হলেও ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের জীবনের একটু দুঃক্ষ মিটলো উনি নিজে হেমন্ত মুখার্জির না গাওয়া গানটি গেয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য যুব কল্যাণ ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস বলেন এটা শুনেই আমরা অবাক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া গান সুদূর খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের বহুমূখী প্রতিভা ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল নিজ কন্ঠে গানটি গেয়ে রেকর্ড করলেন। তিনি একটি দুষ্প্রাপ্য অমুল্য রত্ন উপহার দিলেন। স্বপন দত্ত বলেন কিন্তু বহু বছর পর ওনার আশির্বাদ ছিলো বলেই হেমন্ত বাবুর না গাওয়া গানটি স্টুডিও এম সি আই আমাকে দিয়েই রেকডিং করালো ওনার গান গাওয়া অত সহজ নয় তবুও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আশির্বাদ মাথায় নিয়ে আমি ওনার না গাওয়া আধুনিক গানটি গেয়ে ওনার চরণ কমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে পেরে আমি ধন্য।

# হিন্দমোটরে সারা বাংলা পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা

বনস্পতি দে, হিন্দমোটর হুগলি, ২৪ এপ্রিলঃ গত ১৯ এবং ২০ এপ্রিল ২০২৫ হিন্দমোটর সোনার বাংলা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য পর্যায়ে পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা যা ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করলো। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৪০ জন প্রতিযোগী তাঁদের প্রতিভা এখানে তুলে ধরলেন। সারা বাংলা পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চপ্রেস, ডেডলিফ্টি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বাংলা পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতি মুকুলা ভট্টাচায এবং হুগলি জেলা পাওয়ার লিফটিং এ্যাসোসিয়েশন হুগলি জেলার সম্পাদিকা কুমারী রঞ্জিতা ভট্টাচার্য এবং ট্রেজারার মোহাম্মদ মিরাজ অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে যাদের নাম না বললেই নয় মলয় রঞ্জন মন্ডল জাতীয় পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশনের সম্পাদিক, জাতীয় পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশনের

টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর পার্থ সারথি দাস , আমাদের এসোসিয়েশনের সহযোগি পিয়ালি মজুমদার ,ঝুমা শাসমল, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য এদের ছাড়া আমাদের এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব হতো না ছেলেরা ৫৫কেজি, ৬২কেজি, ৬৯কেজি ,৭৭কেজি, ৮৫কেজি ৯৪কেজি ১০৫ কেজি ১২০কেজি এবং ১২০কেজি অধিক বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করেন। মহুল কান্তি মজুমদার ১০৫কেজি জুনিয়ার বিভাগে প্রথম , ১২০কেজি সিনিয়র বিভাগে প্রথম শান্তনু নাথ, ৯৩ কেজিতে শিলাদিত্য দাস প্রথম সিনিয়র বিভাগে ৯০কেজি সাব জুনিয়ার বিভাগ অভ্রনীল শাসমল প্রথম, ৫৫কেজি সাব জুনিয়ার বিভাগে প্রথম উজান রায়, ৫৫কেজি সাব জুনিয়ার বিভাগে তৃতীয় অভ্র কর এবং রিজু কর্মকার ৪৮কেজি সাব জুনিয়ারে দ্বিতীয় হয়েছে। মেয়েরা ৪৪ কেজি, ৪৮কেজি ৫৩কেজি, ৫৮কেজি, ৬৪কেজি সঙ্গীতা কর্মকার প্রথম সিনিয়র বিভাগে মাস্টার বিভাগে প্রথম তনুশ্রী দত্ত ৭২কেজি, ৮৪ কেজি ১০০কেজি এবং ১০০কেজি এই বিভাগ গুলোতে প্রতিযোগিতা করেন। প্রতিটি বিভাগের প্রতিযোগিদের গুনগত মান বিচার করে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরুস্কৃত করা হয়। পুরুষদের মধ্যে সেরার সেরা শিরোপা সাফল্যের মুকুটের অধিকারী হলেন সুদেশ চ্যাটার্জি এবং মহিলাদের মধ্যে মেঘা নন্দী সেরার সেরা হন। অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী তাপস মুখার্জী মহাশয়।

তিনি খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা প্রদানের পাশাপাশি আগামীদিনে এই এলাকায় জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথাও কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরেন আশা করি আগামীদিনের আরও সুন্দর করে পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে সক্ষম হবে বাংলা তথা হুগলি জেলা পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ বৈশাখ, ১৪৩২

## স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ বনাম মামলার পাহাড়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরপর দু'টি বিতর্কিত রায়ে দেশ তোলপাড়। গত ১৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পক্সো আদালতের একটি রায়কে উল্টে দিয়ে তিনজন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই বিচারকেরা মনে করেছিলেন এক নাবালিকাকে বাড়ি পৌঁছনোর নাম করে মোটরবাইকে চাপিয়ে তার পর তাকে টেনে একটি সেতুর নীচে নামিয়ে তার সালোয়ারের দড়ি ছিঁড়ে দেওয়া, তার স্তনে খামচি মারা এগুলো মোটেই 'ধর্ষণের প্রচেষ্টা' নয়, 'প্রস্তুতি' হতে পারে। চূড়ান্ত অপকর্মটি ঘটলে তবেই আইনের ভাষায় তাকে 'প্রচেষ্টা' বলা হবে। এ বিষয়ে ১৯৮০ সালে অনুরূপ অবস্থায় একটি অপরাধের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নিজেই বলেছে 'প্রস্তুতি যেখানে শেষ হয়, প্রচেষ্টা সেখান থেকে শুরু হয়'। পক্সো আদালতের রায়ে সংশ্লিষ্ট তিনজন দোষী সাব্যস্ত হয়, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট তার রায়ে বলে 'অভিযোগ এবং ঘটনাক্রম ধর্ষণের প্রচেষ্টা ছিল কিনা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না'। অভিযুক্তরা ছাড়া পায়। সারা দেশে এই রায় নিয়ে তোলপাড় উঠলে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হস্তক্ষেপ করে সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দেয়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে বলে 'অসংবেদনশীল'। অন্য রায়টিতে এখনও সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেনি। তবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য নিয়ে সতর্ক করেছে। এই ঘটনায় এক কলেজ ছাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে বারে গিয়ে মদ্যপান করে এবং এক বন্ধুই তার বেহুঁশ অবস্থার সুযোগে ধর্ষণ করে। সেই ঘটনায় অভিযুক্তকে জামিন দিতে গিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মন্তব্য করে 'যদিও বা অভিযোগটিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে এটাও সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে সে নিজেই এই সমস্যাটিকে ডেকে এনেছে এবং তার জন্য সে নিজেই দায়ী'। শুধু তা-ই নয়, আরও লেখা হয় যে মেয়েটি স্নাতকোত্তর ছাত্রী, অতএব উচ্চশিক্ষিত, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করা এবং তার পরে এই অপরাধ, তার তরফে জেনেশুনে যেন ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। আগের রায়টিতে স্থগিতাদেশের উপর শুনানির সময়, গত ১১ এপ্রিল বিচারপতি গাভাই আর বিচারপতি মাসিহ্ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই মামলাটিরও উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, 'জামিন দেওয়া যেতেই পারে, কিন্তু এ সব কী কথা যে সে নিজেই এই ঘটনা ডেকে এনেছে? এই ধরনের কথা বলার সময়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষত এই তরফ (বিচারক) থেকে'। তাঁরা আরও বলেন, এই ধরনের মন্তব্য কি বার্তা দিচ্ছে? বিচারপতি গাভাই আর বিচারপতি মাসিহ্-র বেঞ্চ বলেছে এই ধরনের সব কটি মামলা একত্র করে রায় দেবেন তাঁরা, স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই। শুধু এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া নয়, সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে আর জি কর মামলার ক্ষেত্রেও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। তথ্য বলছে, সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ গত কুড়ি বছরে বেড়েই চলেছে। গত কুড়ি বছরে সুপ্রিম কোর্ট ৬৬টি বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি, ৩৫টি এসেছে শুধু গত পাঁচ বছরে। গবেষক মার্ক গ্যালাঘার আর বাসুজি রাম বলছেন, 'স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ মানে মামলা নথিভুক্ত হওয়া, কেরানি আর আইনজীবী, বাদী-বিবাদী, শুনানি, মোশন আর আবেদনের স্তর পেরিয়ে এই ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাতে বিচারব্যবস্থার সততা আর নৈতিক অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট নিজেকে উপস্থিত করতে পারে'। ২০২০ সালে সুপ্রিম কোর্ট দশটি ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ করে, যার মধ্যে দু'টি ফৌজদারি বিষয়, শাহিনবাগে নাবালকদের উপস্থিতি, আর চেক ফেরত আসার মামলাগুলিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ। অন্য দিকে আটটি বিষয় ছিল দেওয়ানি, যার সব ক'টিই কোভিডকালে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, সংকটকালে বিশেষ হস্তক্ষেপ। মানুষ বিচার পাবে কী ভাবে, অতিমারির সময়ে আদালত কাজ করবে কী ভাবে, বিচারের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আর্থিক সহায়তা, ইস্কুলগুলির মিড-ডে মিল বন্ধ কেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, জেলবন্দি, এবং হোমে থাকা শিশু ও নাবালকদের সুরক্ষা, অতিমারিতে আক্রান্ত রোগী আর মৃতদেহের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ। ২০২১ সালেও যে আটটি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে, তাঁর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল অতিমারি-সংক্রান্ত, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়ার ব্যবস্থা, পথশিশুদের দুরবস্থা এবং কাঁওয়ার যাত্রার সময় কী করে অতিমারি ছড়ানো থেকে বাঁচা যাবে। এ ছাড়াও নর্দমার থেকে নদী দূষণ, সারা দেশে উপভোক্তা আদালতগুলিতে প্রয়োজনীয় পদ আর পরিকাঠামো নির্মাণ, জামিন পাওয়ার পরেও বন্দিদের মুক্তিতে দীর্ঘ সময় লাগা ইত্যাদি। ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট মাত্র একবারই স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ করে- কোন পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে তা নিয়ে একটি রূপরেখা নির্মাণের জন্য পাঁচ জন বিচারকের সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরি। ২০২৩ সালে চারবার, যার অন্যতম মণিপুরে মেয়েদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া তীব্র যৌন হিংসা। এ ছাড়াও ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন একজন, তিনি 'মাঙ্গলিক' কিনা খতিয়ে দেখতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে। ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক ডজন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে যার অন্যতম হল আর জি করে কর্মরত চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনা। ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত দু'টি ক্ষেত্রে - হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন অরণ্য ধ্বংসের ক্ষেত্রে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের উপর্যুক্ত রায়টির বিরুদ্ধে। স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপে সাধারণ নাগরিকদের হয়তো উৎসাহ পাওয়ার কথা, যে মানুষ, প্রকৃতি সব কিছুর দিকে তাকিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বারবার এ ধরনের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে যদি দেখা যায় যে সুপ্রিম কোর্টের নিজের কাছে মামলার পাহাড় জমে উঠছে অথচ কী করে তার দ্রুততর সমাধান করা যায় সে দিকে খেয়াল না রেখে যাতে জনগণ ব্যাপক ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছে, সেই বিষয়গুলিকেই সুপ্রিম কোর্ট হাতে নিচ্ছে, তা হলে সুপ্রিম কোর্টের এই অতি-সক্রিয়তা নিয়ে কি খুব আস্থা জাগে? 'ছত্তিশগড় হাইকোর্টে ২০১৬ সালে যোগ দিই, তখন জানতে চাই কোন মামলাটি সবচেয়ে পুরনো। দেখা গেল সবচেয়ে পুরনো মামলাটি তিন দশক ধরে শুনানির অপেক্ষায়। কাগজপত্র দেখে বললাম এটা আদৌ হাইকোর্টের আওতায় আসে না, এটি সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল-এর আওতায় আসে। আমি রায় দিয়ে তার সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থনা করি যে এটা জানতেই তিন দশক লেগে গেল যে এটি আদৌ হাইকোর্টের বিচার্য নয়', বলেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দীপক চোপড়া। সব মিলিয়ে দেশে এখন প্রায় ৫.৫ কোটি মামলা জমে রয়েছে, সারা দেশের হাইকোর্টগুলিতে ৬৫ লক্ষ, সুপ্রিম কোর্টে ৭২ হাজার।

### ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

আমাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা, আমাদের মুখোমুখি হওয়া বিরোধিতার লোহার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা এবং বিশ্বের বৌদ্ধিক সার্বভৌমত্ব দখল ও উপভোগ করা। দান করার একটি বৃহত্তর শক্তি অর্জন করার জন্য, আমরা প্রথার যে কোনও বাধা ভেদ করতে পারি। সঞ্চয় যুগ অতীতের হাত দ্বারা প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী যুগের দুর্বল ছাল অর্পণ করা হয়, ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য তার ধন ওভার করতে ইচ্ছা করে। আমরা যেন এই পৃথিবীতে আমাদের কর্তব্য পালন করি। আমরা যেন এই পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করি। আমরা যেন এই পৃথিবীতে আমাদের সকলের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করি। আমরা যেন এই পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করি। আমরা যেন এই পৃথিবীতে আমাদের সকলের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করি।

### শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মানুষের ক্ষমতা রয়েছে জগতকে বড় করার। জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার। জগত বড় হয়ে মানুষও বড় হবে। জগতকে ছোট করা যায় না। জগত সব সময়ে বড় থাকেই। জগত হচ্ছে সব মানুষের ঘর বাড়ি। এই ঘর বাড়িতে সঠিকভাবে সাজাতে হবে। সঠিকভাবে নির্মাণ করতে হবে। যাতে জগত ধ্বংসে না পরিণত হয়। মানুষকে উদার হয়ে কাজ করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। নিজের মনটাকে সৎ করতে হবে। কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। বড় ধরনের কাজ করতে হবে। শক্ত হাতে কাজ করতে হবে যাতে না ভেঙে পড়ে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

## ভারতের যানজট সমস্যা ক্রমশ গুরুতর হচ্ছে

# কোন পথে মোকাবিলা সম্ভব

বিশেষ প্রতিনিধি

সম্প্রতি ডাচ লোকেশন টেকনোলজি ফার্ম ৫০০টি শহরের ট্র্যাফিক ইনডেক্স র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত করেছে। সেখানে কলকাতাকে বিশ্বের দ্বিতীয় মন্থর শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত বছর কলকাতায় ১০ কিলোমিটার যাওয়ার গড় সময় ছিল ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। বেঙ্গালুরু, পুনে, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই-সহ আরও বেশ কয়েকটি ভারতীয় শহর যানজটপূর্ণ শহরের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ভারতে যেভাবে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে এটাকে খুব একটা অবাক করার মতো কিছু নয় বলেই মনে হয়। ১৯০১ সালে ২৫.৯ মিলিয়ন থেকে ২০১১ সালে ভারতীয় শহরগুলির জনসংখ্যা ১৪ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০১১ সালে ৩৭.১ মিলিয়নে পৌঁছেছে। বর্তমানে যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে ২০50 সালে ভারতীয় শহরগুলিতে জনসংখ্যা ৮৭০ মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

**।। যানজটের সমস্যার কারণ ।।**

রোড ট্রান্সপোর্ট ইয়ারবুক ২০১৯-২০ অনুযায়ী, প্রতি ১০০০ জন পিছু মোটরগাড়ির সংখ্যা ২০০1 সালে ৫৩টি ছিল, যা ২০২০ সালে বেড়ে ২৪৬টিতে দাঁড়িয়েছে । মোটরচালিত যানবাহনের সংখ্যা (গাড়ি ও দ্বিচক্রযান) রাস্তায় চলা মোট গাড়ির ৮৫ শতাংশ। তবে, ভারতীয় শহরগুলিতে পরিবহণের চাহিদা ও এর সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দিল্লিতে রাস্তার ৯০ শতাংশ জায়গা গাড়ি ও বাইক বা স্কুটি দখল করে রেখেছে। যা রাস্তায় যাতায়াত করা মানুষের চাহিদার ২০ শতাংশও পূরণ করে না। গণপরিবহণ ব্যবস্থার একাধিক সুবিধা রয়েছে। যেমন প্রতি যাত্রীর জন্য রাস্তার কম জায়গা ব্যবহার করে, জ্বালানি খরচ কম এবং দূষণ কম। তবুও, নীতি আয়োগ ২০১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে প্রতি এক হাজার জনে মাত্র ১.২টি বাস রয়েছে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলির মানদণ্ডের চেয়ে অনেক কম। দেশের ৪৫৮টি শহর, যেখানে জনসংখ্যা এক লাখের বেশি, তার মধ্যে মাত্র ৬৩টিতে শহর কেন্দ্রীক বাস পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। মেট্রো ও শহরতলির রেল পরিষেবা যথাক্রমে ১৩ এবং ৯টি শহরে রয়েছে। অপর্যাপ্ত গণপরিবহণ

ব্যবস্থা এবং আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অটোরিকশা, ট্যাক্সি ও মিনিবাস-সহ মধ্যবর্তী গণপরিবহণ অবশ্য মাঝারি ও ছোট শহরে মানুষের যাতায়াতের সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এই সমস্ত কিছু আমাদের শহরগুলিতে যানজটের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নীতি আয়োগ ২০১৮-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় কিছু মেট্রো শহরে যানবাহনের গড় গতি ১৭ কিমি প্রতি ঘণ্টার থেকেও কম। শহরের বাসিন্দাদের সাধারণত যানজটের সময় ১.৩ থেকে ১.৬ গুন অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে বাধ্য করা হয়। সময়ের অপচয়ের ফলে শহরগুলিতে উপাদনশীলতার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভারতের চারটি শীর্ষ মেট্রো শহরে ২০১৮ সালে যানজটের কারণে বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। যানজটের প্রতিকূল প্রভাব সময় ও অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়েও বেশি। যাতায়াতের সময় ও যানজট বৃদ্ধির অর্থ দূষণকারী পদার্থের নির্গমন বৃদ্ধি করে ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। 'মোবিলিটি অ্যান্ড কনজেশন ইন আরবান ইন্ডিয়া' শীর্ষক একটি এনবিইআর ওয়ার্কিং পেপার (২০১৮) ভারতের ১৫৪টি শহরের ২২ মিলিয়ন যাতায়াত (ট্রিপ) বিশ্লেষণ করেছে । সেখানে দেখা গিয়েছে যে ভারতীয় শহরগুলিতে যানজটহীন গতিশীলতা (অর্থাৎ রাস্তায় একাধিক বাধা মোকাবিলা করার পরে যানবাহন যে গতিতে চলাচল করে) একটি গুরুতর সমস্যা। নয়াদিল্লিতে যানবাহনের গড় গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কিমি। যানজট কমানোর পরেও তা প্রতি ঘণ্টায় ২০ কিমি অতিক্রম করতে পারেনি। এর জন্য খারাপ রাস্তা ও ত্রুটিপূর্ণ নকশাকে দায়ী করা যেতে পারে। চণ্ডীগড়ের মতো গ্রিড-সদৃশ সড়ক নেটওয়ার্ক-সহ শহরগুলিতে যান চলাচল তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে হয়। মেট্রো ছাড়া অন্য শহরগুলিতে যানবাহন চলাচলের কম গতির সমস্যা আরও তীব্র। কারণ, সেখানে থাকা সড়ক নেটওয়ার্কগুলি দ্রুত ক্রমবর্ধমান যানবাহন চলাচলের জন্য অক্ষম। এতে শহরের গরিবরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ, তাঁরা গণপরিবহণ ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এর ফলে শহরগুলিতে অসাম্য তৈরি হচ্ছে।

**।। যানজট সমস্যার সমাধান ।।**

শহরগুলিতে মানুষের চলাচলের ধরন পুনর্বিবেচনা করা ও সেই অনুযায়ী নীতিগত বিকল্পগুলি তৈরি করা দরকার । এটা করার জন্য এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি। এর জন্য গণপরিবহণকে শক্তিশালী করা থেকে শুরু করা উচিত, যাতে শহরের মধ্যে চলাচলের জন্য ব্যক্তিগত পরিবহণের উপর মানুষের নির্ভরতা হ্রাস পায়। যাত্রীদের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত উন্নত করা ও সকল মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য পরিবহণ পরিষেবা ডিজাইন করা অপরিহার্য। অনেক ভারতীয় শহরে বহুল প্রচারিত মেট্রো পরিষেবাগুলি শেষপ্রান্ত পর্যন্ত না পৌঁছানোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলেই যাতে সুরক্ষিতভাবে যাতায়াত করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। পথচারীদের জন্য ও সাইকেল চলতে পারে এমন পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। এর ফলে অ-মোটরচালিত পরিবহণ, যেমন - হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর বিষয়ে মানুষ উৎসাহিত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এটা কেবল যান চলাচলকে দ্রুততর করবে না, বরং দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কমিয়ে দেবে। রাস্তার পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য জনসাধারণের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শহরের বিভিন্ন অংশে ও একই শহরের মধ্যে দিনের বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণের ধরন চিহ্নিত করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবহণ নেটওয়ার্কের দক্ষতা উন্নত করার জন্য নীতিনির্ধারকদের ভ্রমণের তথ্য প্রয়োজন । প্রযুক্তি-ভিত্তিক রিয়েল-টাইম ভ্রমণের তথ্য থাকলে, তা যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে কার্যকরী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ঘণ্টাভিত্তিক গড় যানবাহনের সংখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ ট্র্যাফিক সিগন্যালের সময় পুনর্নির্মাণ এবং স্বয়ংক্রিয় করতে সফল হয়েছে, যার ফলে ভ্রমণের সময় ১৩ মিনিট হ্রাস পেয়েছে। পরিশেষে, একাধিক পরিবহণ পরিষেবা প্রদানকারী একটি শহরের মধ্যে কাজ করে। সমন্বিত পরিবহণ পরিকল্পনার উপর মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুট ও ভাড়ার কাঠামো নির্ধারণের জন্য সু-সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এর ফলে সকলের জন্য কার্যকর নগর পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি করতে ব্যবহারকারীদের সম্পৃক্ততাও প্রয়োজন।

# বিদায় 'কমরেড' পোপ ফ্রান্সিস

বিশেষ প্রতিনিধি

রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো নাকি তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। নিরোকে নিয়ে সবচেয়ে মুখরিত গল্পের সারকথা এটি। নিরো এমন উদ্ভ্রান্ত-বেখেয়ালি শাসনের জন্য নিন্দিত। তবে নিরো আরেকটি কারণে বেশ নিন্দা কুড়িয়েছেন। তিনি যিশুখ্রিস্টের সঙ্গী তথা প্রথম ক্যাথলিক যাজক সেন্ট পিটারকে হত্যা করেছিলেন। খ্রিস্টধর্মীয় মতবাদ প্রচারকালে নিরোর নিপীড়নের শিকার হন তিনি। সময়টা আনুমানিক ৬৪ খ্রিস্টাব্দ। নিরো যখন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অত্যাচার শুরু করেন, তখন পিটারকে বন্দি করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তবে তিনি নিজেকে যিশুর সমমর্যাদায় মৃত্যুর যোগ্য মনে না করে উল্টোভাবে, অর্থা মাথা নিচে রেখে ক্রুশে ঝুলে মৃত্যুকে বরণ করেন। ভ্যাটিকান এমন বহু তিক্ত, বিতর্কিত এবং অবশ্যই বহু নন্দিত ইতিহাসের সাক্ষী। সে কারণে পিটারের আসনে যাঁরাই বসেছেন, তাঁরা সবাই খ্রিস্ট মতাবলম্বীদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয়। এ সপ্তাহে পিটারের উত্তরসূরি পোপ ফ্রান্সিস প্রয়াত হলেন, ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু ভ্যাটিকানের শাসক পোপ ফ্রান্সিস। তিনি পিটারের মতো কঠিন কোনো আত্মত্যাগের সামনে পড়েননি তবে তিনি সংস্কারমূলক যা যা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং। সম্ভবত ইতিহাসের গুটিকয়েক ধর্মগুরুর একজন হিসেবে প্রশংসিত হবেন তিনি, যাঁরা রক্ষণশীলতার পর্দা কিছুটা হলেও ভেদ করতে চেয়েছিলেন। পোপের নিয়ন্ত্রণাধীন গির্জাগুলো নানা সময়ে নানা ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের খবরের শিরোনাম হয়েছে। শিশু নিপীড়ন, যৌনসংশ্লিষ্ট অপরাধ

থেকে শুরু করে মধ্যযুগের গির্জাগুলোর নানা উৎপীড়নের কথা শোনা যায়। তবে তাদের মানবতাবাদী মূল্যবোধ সব কিছু ছাপিয়ে আধুনিক সভ্যতার মাঝেও আলো ছড়িয়েছে। সত্যিকার অর্থে কোনো পোপই রক্ষণশীলতার গণ্ডি পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেননি। পারা সম্ভবও হয়তো নয়। তবে সদ্যঃপ্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস এমন সব বিষয়ে মতপ্রকাশ করেছেন এবং সংস্কারমূলক কাজ করেছেন, যা অভূতপূর্ব। পোপ ফ্রান্সিসের পন্টিফিক জীবনে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী সংস্কার এনেছেন। তিনি ক্যাথলিক চার্চকে আরো সহনশীল ও আধুনিক করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ইস্যুতে পরিবেশ রক্ষায় চার্চের নৈতিক দায়িত্বকে তুলে ধরেছিলেন তিনি। যৌন নির্যাতন ও এসংক্রান্ত কেলেঙ্কারির ব্যাপারে তিনি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভ্যাটিকানের প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য আর্থিক সংস্কার চালু করেন তিনি। প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগণের প্রতি চার্চের মনোযোগ বাড়াতে কাজ করেন। বিশেষত এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের বিষয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রশ্নে তিনি আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবস্থান নেন। তাদেরকে গির্জার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করতে চাননি তিনি। এসব বিষয়কে ঐতিহ্যবাহী ক্যাথলিক নীতির বাইরে এক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখা হয়। তাঁর এসব পদক্ষেপ চার্চকে নতুন এক মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পথে পরিচালিত করে। এদিকে ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে পোপ বরাবরই ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের পক্ষ নিয়েছেন। তিনি একাধিকবার ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন। ২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাটিকানের তরফ থেকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কোনো চোখরাঙানি তিনি সহ্য করেননি। ভ্যাটিকানের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় এক বার্তা ছিল। পোপ ফ্রান্সিস বিভিন্ন সময় গাজা ও পশ্চিমতীরে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর সহিংসতা ও শিশু হত্যার ঘটনায় তিনি ক্রমাগত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পোপ যখনই পৃথিবীর নানা প্রান্তে সফর করেছেন তখনই তিনি সব ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে কথা বলেছেন। মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে যারা দুটি প্রধান ধর্মের বিবাদ হিসেবে দেখানোর চেষ্টায় ছিলেন, পোপ ফ্রান্সিস দৃঢ় উচ্চারণে তখন সেই বিভাজনকে ভেঙে চুরমার করেছেন। সাহসিকতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে সংলাপ ও সহনশীলতা বৃদ্ধির আহ্বান জানাতেন তিনি। পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুর আগে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে গেছেন, তাঁকে যেন ভ্যাটিকানের বাইরে সমাহিত করা হয়। ক্যাথলিক গির্জার শত শত বছরের ঐতিহ্য ভেঙে তিনি বিরল শেষশয্যার কথা বলে গেছেন। ফলত, ভ্যাটিকানের বাইরে সেন্ট রোমের সান্তা মারিয়া মেজোর বাসিলিকায় সমাহিত হচ্ছেন তিনি। পোপের এই শেষটা অভূতপূর্ব ও নজিরহীন। তিনি গির্জার আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ ভেঙে যাবতীয় বিলাসী কর্মকাণ্ডকে রহিত করে গেছেন। নিজের শেষকৃত্যকেও অনাড়ম্বর রাখার দাবি জানিয়ে রেখেছেন। বিশ্বের নানা দেশের প্রভাবশালী রাষ্ট্র-সরকারপ্রধানরা রোমে জমায়েত হয়ে কাঠের কফিনে চিরনিদ্রায় মগ্ন পোপকে শেষ বিদায় জানান।

# শতবর্ষ পেরিয়েও বাজে কারার ওই লৌহকপাট 'ভাঙার গান'

বিশেষ প্রতিনিধি

কবি কাজি নজরুল ইসলামের সুপরিচিত একটি কবিতা 'ভাঙার গান'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্নী বাসন্তী দেবীর সম্পাদনায়, কবিতা হিসেবে এটি প্রথম সাপ্তাহিক 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশকাল ২২ জানুয়ারি, ১৯২২, কলকাতা। কবিতাটি পরে গান হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রচনার শতবর্ষ পরেও সমগ্র দেশের মানুষ এ গানে এমন বিপুল ভাবে অনুপ্রাণিত হবেন, তা কেউ কল্পনাও করেননি। 'ভাঙার গান' অকস্মা সম্পাদকের অনুরোধে ও পত্রিকার প্রয়োজনে কবিতা হিসেবে একদা রচিত হলেও, অনতিবিলম্বে গান হিসেবে দেশবাসীর মতে হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের গান। দেশবন্ধু তখন কারাগারে। তাই পুত্র সুকুমার রঞ্জন, জননী বাসন্তী দেবীর নির্দেশে, নজরুলের খোঁজে ৩/৪সি তালতলা লেনের আস্তানায় গিয়ে কবির দেখা পান। শুভার্থী মুজফ্ফর আহমদের উপস্থিতিতে রচিত কবিতাটি সুরের সংযোজনায় দ্রুত এর পর হয়ে ওঠে বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদের সঙ্গীত- 'ভাঙার গান'। গোড়ায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন নজরুল সুহৃদ হেমন্তকুমার সরকার। দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অবশ্য বাসন্তী দেবী সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। মাসখানেক আগেই, ১০ ডিসেম্বর ১৯২১, দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ওই দিনই 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় নজরুলের 'নবযুগ' শীর্ষক একটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আবার, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই রচিত হয় কবির জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীর্ঘ কবিতা- 'বিদ্রোহী'। সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় ৬ জানুয়ারি, ১৯২২ তারিখে 'বিদ্রোহী' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়। 'ভাঙার গান' প্রথম ছাপা হয় ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে। ফলে বলতে গেলে, 'বিদ্রোহী' ও 'ভাঙার গান' প্রায় সমসাময়িক। দু'টি ঐতিহাসিক রচনার প্রথম শ্রোতা ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'বিদ্রোহী' কবিতার সংযোজন ঘটে

'অগ্নিবীণা'য় (১৯২২)। ৭ নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান-'আর্য্য পাবলিশিং হাউস। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দোতলায়) কলিকাতা। মূল্য, এক টাকা।' প্রচ্ছদ পরিকল্পনা- চিত্রকর সম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন তরুণ চিত্রশিল্পী বীরেশ্বর সেন। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ স্বয়ং কবি। কাজি নজরুল ইসলাম 'মুখবন্ধ'তে তা লিখেও গিয়েছিলেন। 'ভাঙার গান' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল ছিল শ্রাবণ ১৩৩১। বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দেশভাগের পর ১৯৪৯ সালে তা পুনরায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড থেকে। প্রকাশক-সুরেন দত্ত। দাম, ১ টাকা। ৩৬ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙার গান'-এর স্রষ্টার নাম 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপা হয়েছিল 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' নামে। বইতে অবশ্য ছাপা হত শুধু কাজি নজরুল ইসলাম। কিন্তু প্রচ্ছদে ও সংস্করণে ছাপা হয়েছিল শুধু নজরুল ইসলাম। দুঃখের কথাটি হলো, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত সেই সংস্করণের পরে, কবির 'ভাঙার গান' পৃথক একটি কাব্যগ্রন্থ বা গানের বই হিসেবে স্বাধীনতার-উত্তর কালে আর কেউ প্রকাশ করেননি। কিছু কাল আগেই কবির ১২৫তম জন্মজয়ন্তীর পর্বে, কবির রচিত 'ভাঙার গান' গ্রন্থের প্রথম রচনাটির গানের সুর নিয়ে বিতর্কের সূচনা সকলেই লক্ষ করেছিলেন। গানে রূপান্তরিত প্রথম রচনাটির (কারার ঐ লৌহকপাট) মূল সুর নিয়ে মতান্তরে সেই বিতর্কের সূচনা। কবি নিজেই সুর দিয়ে এ গানকে সর্বত্র জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। গানটি বাংলাদেশে ও কোথাও কোথাও কবির জন্মশতবর্ষে মিলন গান হিসেবে প্রকাশিত। গ্রন্থাবস্থায় কবি জনসভা ও গানের আসরে সর্বত্র তাঁর নিজের করা সুরেই উজ্জীবনী পেতেন, নিজের গলায় সর্বদা গাইতেন। হুগলি জেলে বন্দি অবস্থায়, কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার প্রতিবাদে, ১৯২৩ সালে কবি 'কারার ঐ লৌহকপাট' গেয়ে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কারও সুরে এ গান কবির পক্ষে কারাগারে গেয়ে সোচ্চার হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ক্রমশ...

# সৈকত নগরী দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের ঠিক আগেই বিক্ষোভে নামলো ঠিকাদারেরা

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ২৪ এপ্রিল ঃ সৈকত নগরী দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের ঠিক আগেই বিক্ষোভে নামলো ঠিকাদারেরা। কাজ করে দীর্ঘদিন ধরে মেলেনি কাজের

বকেয়া টাকা। ক্ষোভ উগরে দিলো জেলার ঠিকাদারেরা। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এলে বিক্ষোভ দেখানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঠিকাদারদের একাংশ। এদিন দীঘায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন ঠিকাদারেরা। জেলা পরিষদের কাজের ঠিকাদার শেখ মুক্তাজল জানিয়েছেন, আমরা কিছু কন্ট্রাক্টরারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করি তার প্রমাণও আমাদের কাছে আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য কেউ শুনছে না, বিডিও শুনছে না, কিছু কিছু হাই ব্যক্তির অফিসার আমাদের বক্তব্য শুনছেন না। ফলে আমরা ভেবে রেখেছি দিদি যেদিনে জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করতে আসবেন ঠিক সেই দিন আমরা সবাই রাস্তায় বসবো। পথশ্রীতে আমরা অনেকদিন আগে কাজ করেছি, আমরা এই মুহূর্তে পেমেন্ট পাচ্ছি না। কিছু কন্ট্রাক্টার আছে অফিসের পোষা যারা, তাদের টাকা চলে আসছে কি করে! আর আমাদের পেমেন্টের সময় যত অজুহাত দেখাচ্ছে অফিসাররা। তাহলে আমাদের অপরাধটা কি, আমরা বলব কাকে? তিনি আরও জানিয়েছেন, আমি কলকাতার এক জায়গায় টেন্ডার নিয়েছিলাম এবং সেও নিয়েছিল, আমার ডকুমেন্টস ঠিকঠাক ছিল, আর সে যে কাগজ গুলো জমা দিয়েছিল তাতে আটটা ভুল ছিল, কোনমতেই সে টেন্ডার পেতে পারেনা। কিছু অফিসাররা তাকে কাজটা পাইয়ে দিয়েছে। আমরা এখানে বলতে চাই তার এত ভুল থাকা সত্ত্বেও কেন সে কাজটা পেল। কলকাতার লোক এসে ভুল কাগজ দিয়ে, জাল কাগজ দিয়ে কাজ পাচ্ছে। আর আমরা সঠিক কাগজ দিয়েও কাজটা ধরতে পারছি না কেন? আমরা করবোটা কি, আমরা দিদির দল করি, দিদিকে ভালোবাসি, দিদি এখানে আসুন, আমাদের বক্তব্য এখানে কাউকে বলতে পারছি না, এখানে সোনার কেউ নেই, ফলে আমরা স্থির করেছি আগামী ২৯ এপ্রিল সকাল থেকে আমরা রাস্তায় বসে থাকবো। যতক্ষণ না দিদি, এর সমাধানগুলো করছেন। বিডিওকে বললে সে বলে ডিএম ছাড়েনি, ডিএমকে বললে সে বলবে টাকা আসেনি, তাছাড়া আমরা ডি এম, বিডিওকে বলতে যাব কেন? আমরা দিদিকে ভালোবাসি ফলে এই সমস্যাটা আমরা দিদির কাছেই তুলে ধরবো। সমস্যার সমাধান না হলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবো বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় ঠিকাদারেরা। কিন্তু সমস্যার সমাধান না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ঠিকাদারেরা।

## কাশ্মীরে সেনা জঙ্গিগুলির লড়াইয়ে শহীদ নদীয়ার ছেলে, শোকাহত পরিবার!

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার কাশ্মীরে নৃশংস জঙ্গি হামলার ঘটনায় মৃত্যু হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষের। পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনায়। ইতিমধ্যে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করে ভারতীয় সেনা। পাশাপাশি কেন্দ্রের তরফেও ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফিরে যেতেও নির্দেশ দিয়েছে। আর নৃশংস জঙ্গি হানায় যুক্ত পাঁচ জঙ্গির খোঁজে ইতিমধ্য তল্লাশিও শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। পাশাপাশি কাশ্মীরের উধমপুর সীমান্তে

শুরু হয় সেনা জঙ্গি-গুলির লড়াই, আর এই লড়াইয়েই প্রাণ গেল নদীয়ার ১প্যারা কমান্ডারের। মৃত সেই প্যারা কমান্ডারের নাম ঝন্টু আলী সেখ। সূত্রের খবর কাশ্মীরের উধমপুরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াই চলছিল। সেনা ও জঙ্গি এই গুলির লড়াইয়ে শহীদ হয়েছে নদীয়ার তেহট্ট মহকুমার পাথরঘাটা গ্রামের ঝন্টু আলি সেখ। সেনা জওয়ানের মৃত্যুর খবর আসতেই কান্নায় ভেঙে পরে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা যায় প্রায় বছর ১৪ আগে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায় শহীদ জওয়ান ঝন্টুর একটি পুত্র এবং কন্যা সন্তান রয়েছে। সন্তানদের নিয়ে আগ্রাতে থাকেন স্ত্রী। এদিন বেলা আনুমানিক ১২ টায় ঝন্টুর মৃত্যুর খবর পৌঁছায় তার বাড়িতে। ঘরের ছেলের মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই কান্নায় ভেঙে পরে পরিবার, পাশাপাশি পাড়ার ছেলে ঝন্টুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে শহীদ জওয়ানের বাড়িতে পৌঁছান তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহা। পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও দেন তিনি।

## একাধিক অনিয়মের অভিযোগে চাঁচলের বেসরকারি নার্সিংহোম বন্ধের নির্দেশ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ এপ্রিল ঃ একাধিক অভিযোগে বন্ধের নির্দেশ একটি নার্সিংহোম এবং একটি ল্যাবরেটরি। করা হলো জরিমানা। শুরু হলো রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ প্রশাসন এবং তৃণমূলের মদতে এইভাবে নিয়ম ছাড়া নার্সিংহোম গজিয়ে উঠছে। সরকারি হাসপাতালে মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। এখানেও গিয়ে ঠকছে। অপরদিকে

পাল্টা তৃণমূলের দাবি প্রশাসন সক্রিয়। তাই পদক্ষেপ নিচ্ছে। একাধিক অনিয়মের অভিযোগে মালদার চাঁচল মহকুমা শহরের দিশারি নার্সিংহোম ও একটি এএমআর প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি বন্ধ করার নির্দেশ দিল প্রশাসন। শুধু তাই নয়, অনিয়মের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমকে ২ লক্ষ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। যদিও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে একটি সংস্থার কর্তৃপক্ষ ক্যামেরার সামনে মুখ খুললেও অন্য সংস্থার কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে চাইনি। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম পরিদর্শনে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিল্যান্স টিমের সদস্যরা পরিদর্শন চলাকালীন কোনও রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসারের (আরএমও) দেখা পাননি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি এবং সিটি স্ক্যান মেশিন থাকলেও সেগুলির লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে ছিল, এক্স-রে রিপোর্টে একজন রেডিওলজিস্ট-এর নামে স্বাক্ষর করা থাকলেও ওই নামে কোনও রেডিওলজিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে নথিভুক্ত নেই। পাশাপাশি আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্টে একজন চিকিৎসকের স্বাক্ষর থাকলেও ওই চিকিৎসক জানিয়ে দেন যে সেই নার্সিংহোমের সঙ্গেই তিনি জড়িত নন। এছাড়া ওটি রেজিস্টারে সার্জেন বা অ্যানাস্থেসিস্টের স্বাক্ষর ছিল না। এদিকে সংশ্লিষ্ট প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির রেজিস্টারে কোনও টেকনিশিয়ান বা প্যাথলজিস্টের স্বাক্ষর যেমন মেলেনি তেমনি পাওয়া গেছে একাধিক অভিযোগ। ল্যাবরেটরি সংস্থা ও দিশারী নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানান তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জনিত কিছু কারণে জরিমানা করা হয়েছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সরাসরি না বললেও জরিমানার কথা মেনে নেন। তবে বন্ধ করার কোন নির্দেশিকা নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এলাকা জুড়ে যে ভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিংহোম গজিয়ে উঠছে। সেগুলি কতটা বৈধ ভাবে। প্রশ্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে। কার্যত স্বাস্থ্যের নামে চলছে ব্যবসা।

## দীঘিতে ভেসে উঠল মহিলার মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ এপ্রিল ঃ কোচবিহার শহরের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন বৈরাগী দীঘিতে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ ভেসে ওঠায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দীঘির জলে মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার সরকারি হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার পরনে একটি শাড়ি ছিল, তবে তাঁর পরিচয় ও বয়স সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

## নাবালিকার বিয়ে রুখতে এগিয়ে এলো পাত্রীর বোন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ নাবালিকার বিয়ে রুখতে এগিয়ে এলো নাবালিকা পাত্রীর বোন। সে নিজেও নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বোলপুরে। নাবালিকা পাত্রী বোলপুরে একটি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। মাত্র ১৩ বছর চার মাসের এক নাবালিকার বিয়ের ব্যবস্থা করে পরিবার। সেই বিয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি তারই এক নাবালিকা বোন যে নিজে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সেই ছাত্রী বৃহস্পতিবার সোজা অভিযোগ করে ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ও বোলপুর থানায়। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরের ঐ নাবালিকার বাড়িতে যায় ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির প্রতিনিধি মহিউদ্দীন আহমেদ এবং এক্সেস টু জাষ্টিস ফর চিলড্রেন এর সুদীপ ঘোষ। বিয়ে হবার কথা ছিলো পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রামের ভেদিয়ার একটি গ্রামে। বিয়ের সব প্রস্তুতি শেষ, প্যান্ডেল বাঁধা থেকে সাউন্ড সবই রেডি, বাড়িতে প্রচুর আত্মীয় স্বজন, রান্না বান্না সবই হচ্ছিলো। মাত্র ১৩ বছরের মেয়ের গায়ে হলুদ, বিয়ের জন্য হলুদ শাড়ি প।য়ে সব আয়োজন সম্পূর্ণ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইবুড়ো ভাতও খাওয়ানো হতো। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের লোক জন যাওয়ার সময় দেখা যায় প্যান্ডেল সহ সব আয়োজন শেষ। প্রচুর আত্মীয় স্বজন চলে এসেছে। বিয়ে বন্ধ করার সময় প্রচুর চিৎকার চেঁচামেচি হয়। পরিস্থিতি কিছুটা বেগতিক দেখে, সঙ্গে সঙ্গে ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির প্রতিনিধি মহিউদ্দীন আহমেদ বিষয়টি জানান দফতরের সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক ও মহকুমা শাসক অয়ন নাথকে। খবর পেয়ে ওই বাড়িতে যান বোলপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও। বিয়ে বন্ধ করার সময় যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বোলপুর থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। ঐ নাবালিকা বোলপুরের একটি নামী স্কুলের নবম শ্রেনীর ছাত্রী। এখনই মেয়ের যাতে বিয়ে না দেয় সে বিষয়ে লিখিত অঙ্গীকার পত্র নেওয়া হয় তার অভিভাবকের কাছে। মেয়েটি যাতে স্কুলে যায় সে বিষয়ে নাবালিকা ও তার পরিবারকে বোঝানো হয়। বিয়ের প্যান্ডেল প্রস্তুতকারী ব্যাক্তি মনু বাদ্যকরকেও বারণ করা হয়, নাবালিকা মেয়ের বিয়ের জন্য প্যান্ডেল যাতে না করে সে।

## কাশ্মীরে আটকে পড়েছেন বর্ধমানের বহু পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল ঃ ঘুরতে গিয়ে কাশ্মীরে আটকে পড়েছেন বর্ধমানের বহু পর্যটক। পেহেলগাঁওয়ের ঘটনার পরে কাশ্মীরে আটকে পড়েছেন বর্ধমানের একাধিক পর্যটক। কার্যত পর্যটক শূন্য, ডার্ললেকে পর্যটক কম থাকায় মাত্রাতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া হাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা। বর্ধমান থেকে বিভিন্ন ট্রাভেল এসেন্সির সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণ গিয়েছিলেন বর্ধমানের একাধিক পর্যটক। পেহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তারা। পর্যটকরা জানান গত ১৪ তারিখ বর্ধমান থেকে তারা কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, পেহেলগাঁও থেকে বেরিয়ে আসার পরেই এই ঘটনা ঘটে, ঘটনা শোনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন তারা।

### কামাখ্যায় নতুন ব্যাকটেরিয়া ইনোকুলাম জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন

# ট্রেনের টয়লেট পরিষ্কারে উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৪ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য একটি পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। মুখ্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে যাত্রার সময় অবিরত সাফাই-এর জন্য অনবোর্ড হাউসকিপিং সার্ভিসেস (ওবিএইচএস), স্টেশন এবং ডিপোতে যান্ত্রিক সাফাই ব্যবস্থা এবং পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রসারের জন্য বায়ো-টয়লেটের ব্যাপক বাস্তবায়ন রয়েছে। বায়ো-টয়লেটের কর্মক্ষমতা এবং স্বচ্ছতা আরও উন্নতমানের করার জন্য একটি অগ্রণী পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে একটি অত্যাধুনিক ব্যাকটেরিয়া ইনোকুলামস জেনারেশন প্ল্যান্ট এবং টেস্টিং ল্যাবরেটরি চালু করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতীয় রেলওয়ের প্রথম জোন, যা বায়ো-টয়লেটে ইনোকুলামের উৎপাদন এবং গুণমানের নিশ্চয়তা উভয়ই এক ছাদের নীচে একত্রিত করেছে, যার ফলে অনবোর্ড স্যানিটেশন সিস্টেমের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ এবং উন্নত কার্যক্ষমতা নিশ্চিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তার নেটওয়ার্কে উচ্চ স্বাস্থ্যবিধি মান বজায় রাখতে এবং যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধির দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। বায়ো-টয়লেটগুলি হলো ট্রেনে পরিবেশ বান্ধব এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রসারের জন্য উত্তর -পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মিশনের একটি প্রধান অংশ। এই সিস্টেমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অ্যানারোবিক মাইক্রোবিয়াল ইনোকুলামস (এএমআই) নামের একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়াল দ্রবণ যা মানুষের বর্জ্য পচতে সাহায্য করে, এবং অধিক স্বচ্ছ এবং অধিক স্থায়ী অনবোর্ড স্যানিটেশনকে সাহায্য করে। এই নতুন প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২,০০০ লিটার। নিজস্বভাবে করা উৎপাদনের সাথে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগের তুলনায় এখন অনেক কম খরচে ইনোকুলাম তৈরি করে, পাশাপাশি ডিআরডিও প্রমাণিত গুণমান নিশ্চিত করে। নির্ভরযোগ্যতা আরও অধিক বজায় রাখার জন্য, কামাখ্যায় একটি ডেডিকেটেড ইন- হাউস টেস্টিং ল্যাব চালু করা হয়েছে, যা কোচে ব্যবহৃত অ্যানারোবিক মাইক্রোবিয়াল ইনোকুলামস-এর সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। এই পদক্ষেপে ইতিমধ্যেই প্রভাবশালী ফলাফল দিয়েছে এবং মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত ডিপোতে ৩৫,০০০ লিটার ইনোকুলাম সরবরাহ করা হয়েছে, যা বায়ো-টয়লেটের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যক্ষমতা উল্লেখনীয়ভাবে শক্তিশালী করবে। এই নতুন প্রকল্প স্টেশন এবং ট্রেনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, যা যাত্রীদের আরও আনন্দময়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। স্টেশনগুলিতে যান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রেলে উদ্ভাবনী ইন-হাউস স্যানিটেশন সমাধান ব্যবস্থার পাশাপাশি সক্রিয় সাফাই ব্যবস্থা সহ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। এই প্রচেষ্টাগুলি পরিষেবার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যাত্রীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। এই প্রগতিশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্বচ্ছ রেল - স্বচ্ছ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ, অধিক স্বচ্ছ, সুরক্ষিত ও আরও স্বাগতযোগ্য রেলওয়ে পরিবেশের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে।

## তপন সিংহ স্মারক হাসপাতালে অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৫ আয়োজিত

কলকাতা ২৪ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার

লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। টানেলের ভিতরে বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। চলমান অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৫ (২১-২৫ এপ্রিল, ২০২৫) চলাকালীন, মেট্রো রেলওয়ের তপন সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের কর্মীরা ২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব শ্রীমতী পুণ্য সলিলা শ্রীবাস্তবের সাথে কার্যকর অগ্নি প্রতিরোধের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ওয়েবিনারে অংশ নিয়েছেন। ২৩.০৪.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে ফায়ার সার্ভিস এবং পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস বিভাগ কর্তৃক পিসিএমও ডঃ অমিতাভ দত্তের উপস্থিতিতে অগ্নি নিরাপত্তার উপর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে আরপিএফ কর্মী সহ ৫০ জনেরও বেশি কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ধরণের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং সেগুলি ব্যবহারের কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

## কীটনাশক খেয়ে বয়স্ক দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনায় রহস্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ এপ্রিল ঃ এক বয়স্ক দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনায় রহস্য দেখা দিয়েছে নবগ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে নবগ্রাম থানার গুড়ো গ্রামে। মৃত দম্পতির নাম শক্তি হালদার ও সাধনা হালদার। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে দু'জনেই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন। অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিবারের লোকেরা কীটনাশক খাওয়ার কথা জানতে পেরে তড়িঘড়ি নবগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় বহরমপুরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে রেফার করা হলে সেখানেই দু'জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। জানা যায়, বৃদ্ধ হালদার দম্পতির দুই মেয়ে বিবাহিত। এক ছেলে সেনাবাহিনীতে কর্মরত। কিছুদিন আগেই ছুটিতে বাড়ি ফিরেছে। আর তারপরেই ঘটে যায় এই ঘটনা। পরিবারে কোনওরকম অশান্তিও ছিল না। তবে কী কারনে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবারের লোকেরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নবগ্রাম থানার পুলিশ।

## প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য, চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ রাতে সন্তানের জন্ম দেন, সকাল হতেই মৃত্যু। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। চিকিৎসায় গাফিলতি এবং ভুল ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান মৃতার পরিবার। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছায় নিউ টাউনশিপ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত প্রসূতির নাম লক্ষ্মী মুর্মু (২২)। তিনি কাঁকসার বিদবিহারের সন্দিপুর এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, ২২ এপ্রিল প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে লক্ষ্মীকে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। বুধবার তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। রাতেই ফের পেটের যন্ত্রণা শুরু হলে লক্ষ্মীকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। এরপরই তাঁর শরীরে কাঁপুনি শুরু হয় এবং অবস্থার অবনতি ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত নার্সদের একাধিকবার ডাকলেও তারা সময়মতো ব্যবস্থা নেয়নি। পরে লক্ষ্মীকে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতার বাবা রূপচাঁদ হেমব্রম বলেন, রাতে ইনজেকশন দেওয়ার পরেই আমার মেয়ের শরীর কাঁপতে থাকে। তারপরেই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবরও আমাদের জানানো হয়নি। সকালে এসে জানতে পারি। আমরা সুবিচার চাইছি। ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে ফেটে প।নে মৃতার পরিবারের সদস্যরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় হাসপাতালে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, লক্ষ্মীর মতো আরও কয়েকজন প্রসূতিকে একই ইনজেকশন দেওয়ার পর সমস্যা দেখা দেয়। এরপরই লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। আমরা সুপার ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। দ্রুত তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ প্রকাশ না করলে আইনি পথে হাঁটব। হাসপাতালের সুপার ডা. ধীমান মন্ডল বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রিপোর্ট এলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

## দক্ষিণ-পূর্ব রেল বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করছে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ১৮-০৪-২০২৫ থেকে ২৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত তার সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ পালন করছে। আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি বছর ১৮ এপ্রিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। ২০২৫ সালের বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হল ''দুর্যোগ এবং সংঘাত প্রতিরোধী ঐতিহ্য'' - ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ।

২৪.০৪.২০২৫ তারিখে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে বিশ্ব ঐতিহ্যের উপর একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জোনাল হেরিটেজ কমিটির এজিএম এবং চেয়ারম্যান শ্রী সৌমিত্র মজুমদার রেলওয়ে ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ সচেতনতা প্রচারের জন্য আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাদের স্বাগত জানান। রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য অর্থ এবং রেল উৎসাহীদের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব শাখার প্রধান শ্রী সঞ্জয় মুখার্জি ''রেলওয়ে ঐতিহ্যের গুরুত্ব'' বিষয়ের উপর তার বক্তব্য রাখেন। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের প্রপৌত্র শাহানশাহ মির্জা পশ্চিম-বঙ্গে আওধি প্রভাবের উপর একটি আলোচনা বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে, INTACH-এর উপদেষ্টা শ্রী জি.এম. কাপুর এবং দক্ষিণ পূর্ব রেল-এর প্রাক্তন PCOM শ্রী জি.কে. মোহান্তি যথাক্রমে শিল্প ঐতিহ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব রেল-এর মালবাহী ঐতিহ্য বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, বিশেষজ্ঞরা রেলওয়ের গৌরবময় অতীত সংরক্ষণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি একটি মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জোনাল হেরিটেজ কমিটির চেয়ারম্যান এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এজিএম ঐতিহ্য সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ফটোগ্রাফি, অঙ্কন ও চিত্রকলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন।

## মোয়াজ্জেম এবং পুরোহিত সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের মাইনোরিটি ভবনে বহরমপুর সাংসদ ইউসুফ পাঠানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মোয়াজ্জেম এবং পুরোহিত সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এই সভা থেকেই বহরমপুর সাংসদ ইউসুফ পাঠান বার্তা দেন তিনি সর্বদাই বহরমপুরের মানুষের পাশে আছেন। কোনভাবেই কোন গুজবে কান দেবেন না। কোন গুজব ছড়াবেন না। সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা অতি দুঃখজনক। তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের থাকেন। ইনি বহরমপুরে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেবেন না সে কথাও বলেন। এক কথায় বলাই যেতে পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে বহরমপুরে সেই উদ্দেশ্যেই এই বৈঠক। এই বৈঠক থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি বার্তা দেন তারা যেন তাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোনভাবেই নষ্ট না করে।

## শেফালী সমাজ সেবা সমিতির বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল ঃ জেলা আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গেল গোবিন্দপুর শেফালী সমাজ সেবা সমিতি। শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা ও গতি বজায় রাখতে অবিলম্বে জেলা আদালতের নির্দেশ বাতিলের দাবী জানিয়েছেন শেফালী সমাজ সেবা সমিতির কর্মী, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ। জানা গেছে, সুভাষ ঘোষ, যিনি পূর্বে গোবিন্দপুর শেফালী সমাজ সেবা সমিতির সম্পাদক ও সদস্য হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন, তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা বিচারকের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত একতরফা আদেশ প্রদান করে ঘোষকে উক্ত সমিতির চত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেন। এর পরেও সুভাষ ঘোষ সিভিল প্রসিডিউর কোডের ১৫১ ধারা অনুযায়ী আরেকটি আবেদন দাখিল করেন, যেখানে আদালত পুনরায় একতরফা আদেশ দিয়ে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। অন্যদিকে গোবিন্দপুর শেফালী সমাজ সেবা সমিতির সভাপতি জানিয়েছেন যে, সুভাষ ঘোষকে অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সমিতির সম্পাদক ও সদস্য পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁর কার্যকলাপ সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

**GHATBERA-KEROWA GRAM PANCHAYAT**
**Kumardih, Ghatbera, Balarampur, Purulia, Pin-723153**
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of different development work vide **e-NIT No.: 01, 02, 03, 04/2025-26/G.K.G.P**. Bid Submission Start Date (Online) : **26/04/2025 at 12.00 PM**. Bid Submission Closing Date (Online) : **03/05/2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Online) : **05/05/2025 at 11.00 AM**. For details Please visit **www.wbtenders.gov.in** & Undersigned GP Office.
**Sd/-Prodhan**
**Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat**

**DALHOUSIE HOLDINGS LIMITED**
**Registered Office:** 29, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
**Correspondence Office:** 26, Belvedere Road, Kolkata - 700 027
**CIN:** U67120WB1946PLC013285 / **Email:** info@amrexventures.com
**NOTICE**
It is brought to the notice of Settlor/Beneficiaries/Co-Trustees of the Trusts maintained at/ by Dalhousie Holdings Limited ("DHL") that service charges of annual maintenance are revised and the revised charges shall be applicable with effect from 1st April, 2025 (FY 2025-26) onwards :

| Sr. No. | Revised Charges | Particulars |
|---|---|---|
| 1. | SERVICE CHARGES FOR ANNUAL MAINTENANCE OF VARIOUS TRUSTS : | |
| | a. Where trust is managed by DHL (trustees) on the instructions of the Settlor/Creator of Trusts | 1.50% p.a. of the Market Value of the entire movable and immovable assets of trusts |
| | b. Where trust is managed by DHL (trustees) without instructions of the Settlor/Creator of Trusts | 2% p.a. of the Market Value of the entire movable and immovable assets of trusts |
| | c. Where trust is solely managed by DHL (trustees) where non-availability of any related parties of the Settlor/Creator of Trusts | 2.50% p.a. of the Market Value of the entire movable and immovable assets of trusts |
| 2. | ACCEPTANCE FEES FOR INITIAL AND ADDITION OF CORPUS FUND IN THE TRUST : | |
| | a. Upto Rs. 5 Lakh | No charges applicable |
| | b. Over Rs. 5 Lakh to Rs. 10 Lakh | 1.50% (Min. Rs. 10,000/-) |
| | c. Over Rs. 10 Lakh to Rs. 20 Lakh | 1% (Min. Rs. 15,000/-) |
| | d. Rs. 20 Lakh and above | 0.50% (Min. Rs. 20,000/-) |
| 3. | INCOME FEE (MOVABLE) | |
| | a. On income from interest on fixed deposit | 4% p.a. of interest amount on fixed deposit |
| | b. On income from dividends of shares and any other assets of the corpus | 6% p.a. of dividend, interest amount of shares and any other assets |
| 4. | CLOSURE CHARGE OF TRUSTS | |
| | a. Closure charges through sale/ transfer of shares or payment of fixed deposits to beneficiaries | Within 1 year of demat, 5.0% of the market/closure value of shares and fixed deposits, if any |
| | b. Closure charges through the sale/ transfer of immovable property to beneficial owners | 7.50% of the market/circle rate of immovable property, whichever is higher (exclusive of registration charges) |

**Notes:**
- Market value for calculation shall be based on the last available closing price for listed securities, or by fair market valuation through an independent registered valuer in case of unlisted/immovable assets.
- All charges are exclusive of applicable taxes (e.g., GST), which shall be levied additionally.
- Charges shall apply to all existing and future trusts where DHL acts or continues to act as trustee, including those constituted prior to the effective date.
- No part of the trust corpus-movable or immovable-shall be released or transferred by DHL unless all outstanding charges (including maintenance, reimbursements, acceptance, income, and closure fees) and applicable taxes are fully paid. DHL retains a lien over all trust assets and may withhold action on any instruction until dues are cleared in full.
- DHL reserves the right to revise the fee structure further, or withdraw from any fiduciary capacity at its discretion, in accordance with applicable law.
- It has come to the attention of DHL that certain beneficiaries, individuals, or corporate entities have made unauthorised representations before statutory or regulatory authorities by impersonating DHL or fraudulently purporting to act on its behalf. DHL strictly prohibits any such third-party dealings, filings, or communications in its name without prior express written authorisation. Any such unauthorised act shall be treated as null and void and may constitute criminal impersonation, inviting stringent civil and criminal action against the persons or entities involved.
- For dispute resolution, DHL's decision shall be binding unless otherwise provided under applicable legal provisions.

This revision is undertaken in accordance with DHL's fiduciary obligations and the Indian Trusts Act, 1882, in light of increasing compliance responsibilities, administrative overheads, and legal risks associated with trust management.
For individual clarifications, please contact us within 15 days at the above correspondence address or write to **info@amrexventures.com**
For & on behalf of
Dalhousie Holdings Limited,
Sd/-
Director

## বিনোদন

# বক্স অফিসে ঝড় তোলার সফলতার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ফাতিমা সানা

২০১৬ সালে আমির খানের দঙ্গল ছবির মাধ্যমে নায়িকা হিসেবে বলিউডে অভিষেক। বক্স অফিসে ঝড় তোলা ছবিটি দিয়ে সফলতার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ফাতিমা সানা শেখ। এরপর নায়িকা হিসেবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আট বছর কেটে গেছে। তারপরও ফাতিমার সঙ্গে যেকোনো আলাপ চারিতায় চলে আসে 'দঙ্গল' প্রসঙ্গ। 'এই ছবির সফলতা আমাকে চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সত্যি বলতে ''দঙ্গল ছবির পর আমার ফিল্মি ভ্রমণ আরও কঠিন হয়ে যায়। আমার খালি মনে হচ্ছিল যে এই ছবির মাধ্যমে আমি যে ভাবমূর্তি এবং 'বেঞ্চমার্ক' তৈরি করেছি, আমি আমার পরবর্তী ছবির মাধ্যমে সবার সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব কি না। আমি নিজেই নিজের প্রতি অনাস্থা দেখাতে শুরু করেছিলাম। ''দঙ্গল ছবির পর মানুষ হয়তো মনে করছেন আমি ভালো অভিনেত্রী, আমি কি আদৌ তাই? এসব প্রশ্ন তখন আমাকে তাড়া করত। একক ছবি করার সাহস দেখাতে পারতাম না। মনে হতো সমগ্র ছবির দায়ভার আমার ওপর পড়বে। আর ছবিটা যদি ভালো না হয় বা দর্শক পছন্দ না করেন, আমি তাহলে কী করব? কোনো প্রকল্প নেওয়ার সময় আমাকে তখন একরাশ ভয় এবং অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরত। আমার বুঝে উঠতে সময় লেগেছিল যে ব্যর্থতা আসতেই পারে, আর ভুলভ্রান্তি হতেই পারে,' অনেকটা এক নিশ্বাসেই কথাগুলো বললেন ফাতিমা। অনুরাগ বসুর 'লুডো' ছবির প্রসঙ্গ টেনে ফাতিমা

বলেন, 'লুডো আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছিল। 'থাগস অব হিন্দুস্তান ছবির পর আমি লুডোর শুটিং করেছিলাম। আমার তখন নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসের চরম অভাব ছিল। তবে 'লুডোর শুটিংয়ের সময় আমি ভেবেছিলাম যা হবে হোক, আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। আর আমার নিজের প্রতি আস্থা বাড়াতে হবে।' বড় পর্দায় ফাতিমাকে শেষ 'শ্যাম বাহাদুর' ছবিতে দেখা গেছে। মেঘনা গুলজার পরিচালিত এই ছবিতে তাঁকে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় দেখা গেছে। ফাতিমা নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে খুশি। তিনি বলেছেন, 'আমি এখন যেসব কাজ করছি, তাতে আমি স্বচ্ছন্দ। আর ক্যারিয়ারের যেখানে অবস্থান করছি, তাতে আমি খুশি। আর সময়ের সঙ্গে আমি এটা বুঝেছি যে সফলতা আসবে এবং যাবে। জীবনে চড়াই-উতরাই আসবে। তাই যা আসবে আমি তাতে স্বচ্ছন্দ। আর আমি খোলামনে সবকিছু গ্রহণ করব।'

# পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে সীমান্ত পেরোতেই পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হুগলির ভারতীয় বিএসএফ জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া হুগলি, ২৪ এপ্রিলঃ পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে সীমান্ত পেরোতেই আটক হলেন তিনি। ওই জওয়ানকে ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে ভারত। পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক বিএসএফ জওয়ান। ভুল করে সীমান্তের ওপারে যেতেই আটক জওয়ান। পাকিস্তানের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করছে ভারত। জানা যাচ্ছে, ভুল করে সীমান্ত পেরিয়েছিলেন ওই জওয়ান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের হুগলির বাসিন্দা বলে জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, সেখানে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন ছিলেন ওই বিএসএফ জওয়ান। বৃহস্পতিবার ভুল করে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েন। এই মুহূর্তে পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক তিনি। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা নিয়ে পরিস্থিতি যখন তপ্ত, সেই সময়ই পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলা থেকে এই ঘটনা সামনে এসেছে।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বুধবারই সীমান্ত পেরিয়ে ভুল করে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েন ওই বিএসএফ জওয়ান। রাতেই বিএসএফ এবং পাক রেঞ্জার্সের মধ্যে একদফা ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। জওয়ানকে ফিরিয়ে দিতে হবে বলে ভারতের তরফে দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ওই বিএসএফ জওয়ানকে ফেরাতে রাজি হয়নি। বৃহস্পতিবার ফের দুই পক্ষের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং রয়েছে। জানা যাচ্ছে, জালোকে দোনা এলাকায় জিরো লাইনে মোতায়েন ছিলেন পিকে সিংহ নামের ওই বিএসএফ জওয়ান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের হুগলির বাসিন্দা। বুঝতে না পেরে পাকিস্তানের এলাকায় ঢুকে পড়েন তিনি। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম যে ছবি প্রকাশ করেছে, তাতে একে-৪৭ রাইফেল এবং জলের বোতল-সহ ওই জওয়ানকে দেখা গিয়েছে। পরনে রয়েছে সেনার উর্দি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ১৮২ ব্যাটেলিয়নের অংশ পিকে সিংহ। ফিরোজপুর সীমান্তে মোতায়েন ছিলেন। কৃষকদের সঙ্গে হাঁটছিলেন তিনি। সেই সময় ভুল করে পাকিস্তানের এলাকায় ঢুকে পড়েন। সেখানে ছায়ার নীচে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন যখন, সেই সময় পাক রেঞ্জার্স তাঁকে আটক করে। পহেলগাঁও হামলার পর পরই এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়লেও, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, কখনও ভারতীয় জওয়ান

পাকিস্তানে ভুল করে ঢুকে গিয়েছেন, কখনও আবার পাকিস্তানি সেনা ভুল করে ভারতে ঢুকে পড়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পিকে সিংহ-কে ফেরাতে রাজি হয়নি পাকিস্তান। সেনার তরফে এ নিয়ে কিছু জানানো হয়নি এখনও। তবে সূত্রের খবর, হুসেনিওয়ালায় ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে যোগ দিতে নারাজ পাক রেঞ্জার্স। সেই নিয়ে সমঝোতার চেষ্টা চলছে বলে খবর।

# অসমে থেকে পাকিস্তানের দালালি? ছাড়া হবে না কাউকে, হিমন্তবিশ্বের

হোজাই , ২৪ এপ্রিল ঃ অসমের হাওয়া-বাতাস-অন্ন খেয়ে পাকিস্তানের দালালি? এ সব আর চলবে না, ছাড়া হবে না পাকিস্তানের কোনও দালালকে। গতকালের পর আজও একই ভাষায় পাকিস্তানি দালালদের সতর্ক করে এই হুমকি দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে আজ হোজাইয়ে এক নির্বাচনী সমাবেশ মঞ্চে পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিহতদের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত থেকে পাক সন্ত্রাসীদের নিঃশেষ করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শক্তি দিন ভগবান। দেশের যে সব পাকিস্তানের দালাল আছে তাদের খতম করতে হবে। আমাদের আশেপাশে অবস্থানকারী একাংশ পাকিস্তানের সমর্থনে প্রচার করছে। অসমে ভূমিতে থেকে যারা পাকিস্তানের দালালি করবে তাদের ছাড়া হবে না।' নাম না ধরে সাংসদ গৌরব গগৈয়ের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, 'আমাদের একজন কংগ্রেস সাংসদ বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারকে না জানিয়ে আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে ১৫ দিন থেকে এসেছেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য অসম সরকারের হাতে আছ। এ ধরনের ব্যক্তিকে আমরা ক্ষমা করব না, কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'কাশ্মীরের পহেলগামে কোন ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞেস করে বেছে বেছে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। কেউ নিজেকে হিন্দু বলার সঙ্গে সঙ্গে পত্নী-সন্তানের সামনে স্বামীকে গুলি করে মারা হয়েছে। হিন্দু হওয়া কি দোষের?' হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'ভারতে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো হিন্দু, চন্দ্র-সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন হিন্দু থাকবে। সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে আমরা কাশ্মীর যেতে পারব না? তা আমরা কখনও মেনে নেব না। সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে যদি অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসতে না পারি, তা-ও মেনে নেব না আমরা। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান, সকলকে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'বিজেপির শাসনামলে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা নিরাপদে আছেন। আমরা সরকারি প্রকল্প বিলি করতে কোনও সুবিধাভোগীকে আপনি কোন ধর্মাবলম্বী বলে জিজ্ঞেস করি না। বিজেপি সরকার সব ধর্মের মানুষকে প্রকল্প দিচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, বলছে ওয়াকফ আইন বলবৎ হলে বিজেপি নাকি মসজিদ ভেঙে দেবে। অথচ দেখুন, অসমে বিজেপি সরকার আসার পর মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে।'

# কি ভাবে বিশ্বখ্যাত নির্মাতা হয়ে ওঠেন সত্যজিৎ

১৯৯২ সালের এই দিনে তাঁর পৃথিবীর ভ্রমণ শেষ হয়। বেঁচে থাকলে আজ ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কু, তপসে, জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীর মতো জনপ্রিয় চরিত্রের স্রষ্টা, তীক্ষ্ণধী লেখক, সংগীতজ্ঞ, নকশাবিদ এবং বিশ্বচলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের বয়স হতো ১০৪ বছর। ১৯২১ সালের আজকের এই দিনে কলকাতা শহরের খ্যাতনামা এক বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি।
সত্যজিৎ রায়ের বাবা সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা কবিতা ও শিশুসাহিত্যের সেরা লেখকদের একজন। দক্ষ চিত্রকর ও সমালোচক হিসেবেও সুকুমার রায়ের খ্যাতি ছিল। সত্যজিতের বয়স যখন তিন বছর, তখন তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। এরপর মা সুপ্রভা দেবী বহু কষ্টে তাঁকে লালনপালন করেন। সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও ছিলেন একজন নামকরা লেখক, চিত্রকর, দার্শনিক ও প্রকাশক। উনিশ শতকের বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের পরিচিতি ছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন সত্যজিৎ। বিশ্বভারতীতে পাঁচ বছর পড়াশোনা করার কথা থাকলেও এর আগেই ১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানে এসেই একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় মাত্র ৮০ টাকা বেতনে চাকরি নেন। ঘটনাচক্রে একই বছর প্রখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া তাঁর 'দ্য রিভার' চলচ্চিত্রটির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। 'দ্য রিভার' ছবিতে রেনোয়ার সহকারীর কাজ করতে গিয়েই সম্ভবত পুরোপুরিভাবে এক চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেন সত্যজিৎ। তবে 'দ্য বাই সাইকেল থিফ' ছবিটি দেখার পরই বোধ হয় তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায় চিদানন্দ দাশগুপ্তসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি। সোসাইটির সদস্য হওয়ার পর থেকে সত্যজিৎ রায়ের অনেক বিদেশি চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৪৯ সালে দীর্ঘদিনের পরিচিত বিজয়া দাসকে তিনি বিয়ে করেন। সত্যজিৎ-বিজয়ার ছেলে সন্দীপ রায়ও বর্তমানে একজন নামকরা চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' মোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া 'বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট' পুরস্কারটি। তাঁর পরের দুটি ছবি 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' আর 'পথের পাঁচালী'-এ তিনটি চলচ্চিত্র একত্রে অপু ট্রিলজি হিসেবেই পরিচিত। 'অপরাজিত' ছবির সাফল্য সত্যজিৎ রায়কে আন্তর্জাতিক মহলে আরও পরিচিত করে তোলে। ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন পুরস্কারও জেতে ছবিটি। অপু ট্রিলজি শেষ করার আগে সত্যজিৎ রায় আরও দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর প্রথমটি ছিল 'পরশপাথর' নামের হাস্যরসাত্মক একটি ছবি। আর পরেরটি ছিল জমিদারি প্রথার অবক্ষয় নিয়ে নির্মিত 'জলসাঘর'। এর বাইরে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলো হচ্ছে 'দেবী' (১৯৬০), 'তিন কন্যা'(১৯৬১) ও 'অভিযান'(১৯৬২)। ১৯৬২ সালে সত্যজিৎ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নামের প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্যনির্ভর রঙিন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। দার্জিলিংয়ের এক পাহাড়ি এলাকায় একটি উচ্চবিত্ত পরিবারে কাটানো এক বিকেলের কাহিনি নিয়ে জটিল ও সংগীতনির্ভর ছবিটি বানিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬৪ সালে সত্যজিৎ নির্মাণ করেন 'চারুলতা', যেটি ছিল তাঁর কর্মজীবনের সফল ছবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে নির্মিত ছবিটিতে উনিশ শতকের এক নিঃসঙ্গ বাঙালি বধূ চারু ও ঠাকুরপো অমলের প্রতি তার অনুভূতির কাহিনি বাস্তব জীবনের নিরিখে নির্মাণ করা হয়েছে। 'নায়ক'(১৯৬৬), 'প্রতিদ্বন্দ্বী'(১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ'(১৯৭১) ও 'জন অরণ্য'(১৯৭৫) ছবিও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে অগ্রগণ্য। বাংলা চলচ্চিত্রের বাইরে সত্যজিৎ রায় ১৯৭৭ সালে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' নামের হিন্দি ও উর্দু সংলাপনির্ভর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এটিই ছিল বাংলা ভাষার বাইরে অন্য ভাষায় নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র। শুধু তা-ই নয়, 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' হচ্ছে সত্যজিৎ রায় নির্মিত সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও তারকাসমৃদ্ধ ছবি। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সঞ্জীব কুমার, সাইদ জাফরি, আমজাদ খান, শাবানা আজমি, ভিক্টর ব্যানার্জি ও রিচার্ড অ্যাটেনবরোর মতো তারকা অভিনয়শিল্পীরা। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ প্রেমচাঁদের গল্পের ওপর ভিত্তি করে হিন্দি ভাষায় এক ঘণ্টার একটি ছবি বানিয়েছিলেন 'সদগতি' নামের।'পথের পাঁচালী'-র শুটিংয়ে মিচেল ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে সত্যজিৎ রায় ১৯৮৩ সালে ছবির কাজ করার সময় সত্যজিৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁর কাজের গতি একেবারে কমে আসে। স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে ছেলে সন্দীপ রায়ের সহায়তায় ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' ছবিটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। এই ছবিতেই সত্যজিৎ প্রথমবারের মতো একটি চুম্বন-দৃশ্য যোগ করেন। ১৯৮৭ সালে সত্যজিৎ তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর শেষ তিনটি ছবি প্রথম দিকের ছবিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সংলাপনির্ভর ছিল। ছবিগুলো হচ্ছে 'গণশত্রু'(১৯৮৯), 'শাখাপ্রশাখা'(১৯৯০) ও আগন্তুক'(১৯৯১)। ১৯৯২ সালে হৃদ্‌যন্ত্রের জটিলতা নিয়ে সত্যজিৎ হাসপাতালে ভর্তি হন। তারপর সেখান থেকে আর ফেরা হয়নি তাঁর। ২৩ এপ্রিল সত্যজিৎ রায় মৃত্যু বরণ করেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের ছিল বহুমুখী সৃজনশীলতা। তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি ৩৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

# ভারতের আঞ্চলিক সিনেমার চেয়ে হিন্দি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি পিছিয়ে আছে

এ ধারণার সঙ্গে একমত নন আমির খান। হিন্দি সিনেমা দক্ষিণি সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না, কয়েক বছর ধরেই এ ধারণা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। মোটাদাগে, বেশির ভাগ তারকাই এতে একমত। অভিনেতা সালমান খান, নির্মাতা অনুরাগ কশ্যপ তো 'হার' মেনে নিয়ে জানিয়েছেন, টিকে থাকতে হলে বলিউডকে নতুন করে ভাবতে হবে। এমন সিনেমা বানাতে হবে, যেখানে 'দেশি গন্ধ' থাকবে। তবে ভারতের আঞ্চলিক সিনেমার চেয়ে হিন্দি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি যে পিছিয়ে আছে, এ ধারণার সঙ্গে একমত নন আমির খান। দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে নিজের মত জানিয়েছেন আমির। গত বছর থেকেই বক্স অফিসে তেমন হিট দিতে পারেনি বলিউড। সারা বছরে দুটি বা তিনটি হিট সিনেমা ছাড়া তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো সিনেমাই চোখে পড়ার মতো ছিল না। তাহলে কি বলিউডের খারাপ সময় শুরু হতে চলেছে বা শুরু হয়ে গেছে? সমালোচক অনুপম চোপড়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে আমির খান বলেন, '১৯৭০-৮০ এর দশকের তুলনায় বলিউড এখন অনেক বেশি উন্নতি করেছে। তবে এটাও ঠিক যে এই মুহূর্তে বলিউডের খারাপ সময় চলছে, তবে এটা একটি চক্র। খারাপ সময় পার করে আবার ভালো সময় আসতে বেশি দেরি হবে না।' অন্যান্য চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তুলনা টেনে বলিউডকে নিয়ে

উপহাস প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয় না শুধু হিন্দি ছবি ছাড়া বাকি অন্যান্য ভাষার ছবি দারুণ কাজ করছে। হিন্দি ছবির মান কি তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, বাংলা কিংবা মারাঠি ছবির জগতের থেকে আলাদা? প্রতিটিই শিল্পজগতের সঙ্গে যুক্ত। তাই এগুলোকে আলাদা করার কোনো মানেই হয় না।' আমিরের এমন মন্তব্য নিয়ে এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা। কেউবা অভিনেতার মত সমর্থন করছেন, কেউ আবার বলেছেন বিপক্ষে। মনে করা হচ্ছে, আমিরের এমন মন্তব্য আবার নতুন বিতর্ক উসকে দিতে পারে। একজন দর্শক এক্সে লিখেছেন, 'আপনি যদি মনে করেন আশির দশকে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি খারাপ সময়ের মধ্যে যাচ্ছিল, তাহলে আপনি ভুল করছেন।' অন্য একজন লিখেছেন, 'রিমেক নয়, মৌলিক কনটেন্ট ব্যবহার করলেই হিন্দি ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি হওয়া সম্ভব।' অন্য একজন লিখেছেন, 'এখন বড় পর্দা থেকে ওয়েব সিরিজের গল্প অনেক বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করে।' ২০২২ সালে 'লাল সিং চাড্ডা' বক্স অফিসে ডাহা ফ্লপ হওয়ার পর সিনেমা থেকে বিরতি নিয়েছিলেন আমির খান। চলতি বছরই নতুন সিনেমা নিয়ে ফিরছেন এই তারকা। আমির অভিনীত 'সিতারে জামিন পার' আগামী জুন মাসে মুক্তি পাবে। নিজে অভিনয় ছাড়াও প্রযোজনায় মন দিচ্ছেন আমির। তাঁর প্রযোজিত ও সানি দেওল অভিনীত 'লাহোর ১৯৪৭' ছবিটিও চলতি বছরই মুক্তি পাওয়ার কথা।

# চলতি বছরই মনোজ অভিনীত দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩ মুক্তি পাবে

পর্দার দাপুটে অভিনেতা তিনি। কাজের ফাঁকে ফুসরত পেলে মাঝেমধ্যে সুযোগ মেলে বাজারে যাওয়ার। কিন্তু বাজার থেকে ঘরে ফিরে স্বস্তি মেলে না। কারণ, বাজার করা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একচোট বেধে যায়। একবার এক সাক্ষাৎকারে ঘরের কথা নিজেই ফাঁস করেছিলেন অভিনেতা। ২৩ এপ্রিল অভিনেতার জন্মদিন। এ উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক মনোজের ঘরের কথা। মনোজ বড় হয়েছেন দারিদ্র্যের মধ্যে, তাঁর পরিবার খুব সচ্ছল ছিল না। বাজার করতেন। বাজার করতে গিয়ে দরকষাকষি করা তাঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যাস। এখন জনপ্রিয় অভিনেতা হয়েছেন বটে, কিন্তু পুরোনো অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। যখনই বাজার করতে যান, দরাদরি করতে ভোলেন না। তবে বাড়ি ফিরে বাধে ঝামেলা। অভিনেতার কথায়, 'আমার এই কাজের জন্য আমার স্ত্রী খুব বিব্রত হয়। তখন লোকজনের সামনে এমন ব্যবহার করে, যেন আমি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি! শাবানা একেবারেই দর-কষাকষি পছন্দ করে না।' এমনকি সবজিওয়ালারাও তাঁর এই দরাদরি সহজভাবে নিতে পারেন না। তাঁর মতো একজন অভিনেতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই স্বভাব নাকি মানানসই নয়। বারবার এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন সবজিওয়ালারা। 'আরে ভাই আপনি এ রকম করছেন, খুব খারাপ দেখায়,' বলেন অনেক সবজিওয়ালা। মনোজের স্ত্রী শাবানাও একসময় অভিনয় জগতে ছিলেন। তিনিও সাশ্রয়ী। কিন্তু বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে তর্কবিতর্ক করা পছন্দ না তাঁর। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে প্লাস্টিকের থলের পরিবর্তে কাপড়ের থলে নিয়ে বাজারে যান তিনি। ব্যবহৃত জিনিসপত্রের দোকানে প্রায়ই ঢুঁ মারেন তিনি। 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' জনপ্রিয় হওয়ার পর বড় পর্দার পাশাপাশি ওটিটিতেও প্রচুর কাজ করছেন এই অভিনেতা। সবশেষ তাঁকে দেখা গেছে ওয়েব ফিল্ম 'ডেসপ্যাচ'-এ। চলতি বছরই মনোজ অভিনীত 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩' মুক্তি পাবে।

# বাল্য বিবাহ রোধ বিষয়ক আলোচনা সভা হয়ে গেল বহড়ু বিডিও অফিসে বৃহস্পতিবার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ এপ্রিলঃ বাল্য বিবাহ,নারী পাচার,শিশু মৃত্যু বন্ধ করা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকারের নারী শিশু কল্যাণ দপ্তরের সাথে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আর রূপান্তরণ ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার জয়নগর এক নম্বর বিডিওর বহড়ুর অফিসে বাল্যবিবাহ রোধে কি কি করনীয় সে বিষয়ে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি, জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, জয়নগর এক নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ আধিকারিক ডাক্তার রুপঙ্কর বসু, জয়নগর এক নম্বর ব্লকের পূর্ব চক্রের অবর

বিদ্যালয় পরিদর্শক অরূপ তরফদার, জয়নগর থানার এ এস আই অমল মন্ডল, জয়নগর এক নম্বর ব্লকের সহকারী সিডিপিও চন্দ্রা চক্রবর্তী, জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির সদস্য সহদেব নস্কর, রুপান্তরণ ফাউন্ডেশনের সদস্য সুপর্ণা মান্না সহ আরো অনেকে। এদিন বাল্যবিবাহ রোধ করতে অভিভাবক দের কিভাবে সচেতন হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের ১২ টি পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান, সদস্য সহ স্থানীয় স্কুলের ছাত্রীরা।

# কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৪ এপ্রিলঃ কিছুদিন আগে এলাকারই কিছু বন্ধু ও পরিচিতের সঙ্গে কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করেন। শেষ পর্যন্ত এক ট্যুর সংস্থার হাত ধরেই সবটা পাকা হয়। কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল বিভাস শীল নামে এক বৃদ্ধের। অবসরপ্রাপ্ত ওই সরকারি কর্মীর বাড়ি উত্তরপাড়ায়। সেখানে গঙ্গার ধারে একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে বরাহনগরে থাকেন। ১১ এপ্রিল তাঁরা কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গত ২২ তারিখ পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগর স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাওয়ার সময় বাকসিনগরের কাছে বাসে আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন ওই বৃদ্ধ। শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছে গিয়েছে পরিজনদের কাছে। শোকের ছায়া পরিবারে। আত্মীয়রা জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বর-সর্দি হয়েছিল বিভাসবাবুর। ফোনে বাড়ির লোকজনকে সে কথা জানান। কিন্তু, একেবারে যে হার্ট অ্যাটাক তাঁর প্রাণ কেড়ে নেবে তা ভাবতে পারছেন না পরিবারের কেউই। যদিও অনেকেই মনে করছেন, বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতা থেকেই আচমকা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন তিনি। শুক্রবারই বাড়িতে ফিরছে তাঁর মরদেহ।

# মহেশ বাবুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার মহেশ বাবুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানার একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের অর্থ পাচারকাণ্ড প্রকাশ্যে এসেছে। সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অভিনেতার। তেলেঙ্গানা পুলিশের করা এফআইআরের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মামলাটি তদন্ত করছে। তদন্তের জন্য মহেশ বাবুকে তলব করেছে ইডি। ২৮ এপ্রিল হায়দরাবাদে তদন্ত সংস্থার অফিসে তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, একই জমি একাধিক ক্রেতার কাছে বিক্রির অভিযোগ ওঠে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে অর্থ পাচারের অভিযোগও আনা হয়েছে। ইডি কর্মকর্তাদের দাবি, মহেশ বাবু প্রতিষ্ঠানটির শুভেচ্ছাদূত হওয়ায় অনেক সাধারণ মানুষ এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাস করে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে জমি কিনতে গিয়ে তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অভিনেতার ভাবমূর্তির কারণেই অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন অনেকে। তাই সরাসরি যুক্ত না থেকেও অভিনেতার নাম জড়িয়েছে। তবে পিটিআই জানিয়েছে, মহেশ বাবু অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত হতে পারেন ঠিকই, কিন্তু আড়ালে থাকা এ জালিয়াতির কথা তিনি নাও জেনে থাকতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে বাকি বিষয় পরিষ্কার হবে।
পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি থেকে মহেশ বাবু ৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা নিয়েছেন। এর মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা নগদে আর বাকি অর্থ চেকের মাধ্যমে নিয়েছেন তিনি। এ কারণেই তাঁকে ইডি তলব করেছে।

**নাম পরিবর্তন**

আমি প্রোদ্যুৎ রায়, পিতা- প্রিয়নাথ রায়, সাং- তারিনীপুর, থানা-হাঁসখালী, জেলা-নদীয়া। আমি নাম পরিবর্তন করিয়াছি এবং অদ্য হইতে আমি প্রদ্যুৎ রায় নাম পরিচিত হইলাম। গত ইং- ১৮/০১/২০২৫ হলফনামা নং-৬৯ কৃষ্ণনগর আদালত বলে- প্রোদ্যুৎ রায় ও প্রদ্যুৎ রায় একই ব্যক্তি হইতেছে।

**নাম পরিবর্তন**

আমি সফিকুল মোল্লা, পিতা-আব্দুল মালেক রায়, সাং- পলাশী আরামডাঙ্গা, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া। আমার ছেলের নাম ইরফান মোল্লা হইতেছে এবং অদ্য হইতে আমার ছেলে ইরফান মোল্লা নাম পরিচিত হইতেছেন। গত ইং- ২১/০৪/২০২৫ হলফনামা সং-৩৯ কৃষ্ণনগর আদালত বলে- ইরফান মোল্লা ও ইরফান একই ব্যক্তি হইতেছে।

**Name Change**

I sri Arnab Ghosh, S/O-Nirapada Ghosh, Residing at Village and Post - Kaikala,P.S-Haripal. Dist - Hooghly, That DHRITI GHOSH and ADRITI GHOSH Daughter of ARNAB GHOSH (Father) and ARPITA GHOSH (Mother) Of Village and Post - Kaikala, P.S- Haripal, Dist- Hooghly, Pin -712405, is The Same and One identical Person (Vide Affidavit NO -221) Befor the judicial Magistrate 1st Class. At Hooghly (SADAR). Date -04/03/2025

**Name Change**

I, Sahalam Sekh S/o Daud Ali Sekh Residing at Vill - Kastekumari, P.o - Paschim Chamni, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin- 743503 West Bengal India shall henceforth be known as Sahalom Sk. I declare that Sahalam Sekh and Sahalom Sk is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-04-2025.

# ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে মাদুর তৈরি করে চলেছেন শিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত সহ ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশাদীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য কার্যত রোজগারের লক্ষ্যে কুশকারী পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন। জানা গেছে, এই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব জমি বা অন্যের জমি চুক্তি করে নিয়ে মাদুরকাঠির চাষ করে মাদুর তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছেন। আর এতেই তাদের লক্ষ্মীর ভার পূর্ণ হচ্ছে তথাকথিতভাবে মাদুর তৈরি করে সেই আয়ের টাকায় সংসার চলে এই এলাকার শতাধিক পরিবারেরে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফাল্গুন- চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন - কার্তিক মাসে সে মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। এবং একবার বছরে জমিতে বীজ বপন করলে তা তিন বছর আর করার প্রয়োজন পড়ে না সেই বীজেই নতুন মাদুরকাঠি থেকেই তারা মাদুর কেটে মাদুর তৈরি করে বাজারজাত করে বাজারে বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত করে। প্রতিদিন সারাদিনে খেটে খুঁটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করে। পাইকারি দরে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে। তথাকথিতভাবে মাদুর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশকারী এলাকার পীর পুকুরের প্রায় শতাধিক পরিবার মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বংশ পরম্পরায় চলে আসা কার্যের মধ্য দিয়ে তা বলায় বাহুল্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও কোনরকম সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পাননি বলে অভিযোগও করেন ওই এলাকার একাংশ মাদুর শিল্পীরা। এই বিষয়ে মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ (৬০) জানান, বাপ- ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তবে বাজারে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা চাষ করা বড় দুষ্কর হয়ে উঠেছে কোনরকম কোনরূপ সরকারী সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা তথা এই মাদুর শিল্পীরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নানানরকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তা প্রাকৃতিক নিয়মে এরপর সেগুলো কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে মাদুর তৈরি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে তাছাড়াও বছরের একটা লাভের অংশ আসলেও সেখান থেকে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার জন্য খরচায় হয় বেশি সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব উপকার হত। এছাড়াও মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার বা কুড়ি হাজার টাকা লাভ হলেও এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে খুব কষ্টে দিন গুজরান করতে হয়। সরকার যদি ওই একবার আমাদের মত এই মাদুর শিল্পীদের দিকে নজর দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম। সর্বশেষে বলাবাহুল্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুসকারী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের এই মাদুর শিল্পীরা বংশপরম্পরার টানে আজও নস্টালজিয়া এই মাদরশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তা যারপরনাই ভাবে বলা যেতে পারে।

# বাবার কুড়ুলের কোপে মদ্যপ ছেলের মৃত্যু, আটক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল ঃ মদ্যপ ছেলের হাত থেকে বাঁচতে কুড়ুলের কোপ বাবার। ঘটনা বর্ধমানের শক্তিগড় থানার কাশিয়ারায়। বুধবার রাতে এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সুজিত সিংহ (৩৫)। তার বাড়ি শক্তিগড় থানার কাশিয়ারা গ্রামে। বৃহস্পতিবার কাজ সেরে ভাত খেতে বসেছিল মৃতের বাবা সাধন সিংহ। সেই সময় তার মদ্যপ ছেলে এসে অশান্তি শুরু করে। তার বাবার ভাতের থালা ফেলে দেয়। সেই সময় রাগের মাথায় উঠানের পাশে থাকা কুড়ুল দিয়ে ছেলেকে বেশ কয়েকবার কোপ মারে বাবা সাধন। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় সুজিত। সেই সময় বাড়িতে কেই ছিল না। কুড়ুলের কোপ মেরে সুজিতের বাবা বাইরে চলে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা আহত সুজিতকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তাকে বর্ধমান মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হলে সেখানেই রাত আটটার সময় সে মারা যায়। ঘটনার পর পুলিশ অভিযুক্ত সাধন সিংহকে গ্রেফতার করে। পুলিশ মৃতদেহদেহটি ময়নাতদন্তের বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠিয়েছে। বৃহস্পতিবার তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের চারদিন পুলিশ হেফাজত চেয়ে আবেদন জানালে বিচারক তিনদিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। পরিবারের সদস্য সাধনের ভাইপো বিজয় সিংহ বলেন, তার জ্যাঠতুতো ভাই মদ্যপ ছিল। প্রতিদিনই ঘরে এসে মদ খেয়ে অশান্তি করত। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পরিবারের সকলে। বুধবার খেতে বসার সময়, রাগের মাথায় জেঠু এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে।


**বিজ্ঞপ্তি**

**মুদাফর ফলহরি এস সি এস লিমিটেড**

গ্রামঃ মুদাফর মিনাপুর নাদনঘাট জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩৫১৩

নিবন্ধন সংখ্যাঃ- ২৭৩১ তারিখ ০৯.১২.১৯৬০

**'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-।। রেঞ্জ তথা বর্ধমান-।। রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১১০৯ তারিখ ২১।০৮।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী কৃশানু সিংহ রায়, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার মুদাফর ফলহরি এস সি এস লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার জন্য পরিচালক মন্ডলীর (Board of Director) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ হতে ০৭.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ০৮।০৫।২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, মুদাফর ফলহরি এস সি এস লিমিটেড দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ০৮।০৫।২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টার পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ- ২৫.০৪.২০২৫

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ- ০৮.০৫.২০২৫

স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়

স্বাক্ষর /-
কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
মুদাফর ফলহরি এস সি এস লিমিটেড


# গ্রেফতার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ এপ্রিল ঃ মালদার হবিবপুর সীমান্ত এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ধৃতের নাম মহম্মদ সেলিম (১৮)। বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ধারালো অস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করেন জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার ধৃত বাংলাদেশি যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। এর পরে তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। অনুপ্রবেশ নাকি চোরাচালান, ঠিক কি কারণে ওই যুবক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে খবর, হবিবপুর থানার বৈদ্যপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে বাংলাদেশি ওই যুবক। বিএসএফ জওয়ানেরা টহল দেওয়ার সময় তাকে ধরে ফেলেন। দু'টি মোষ উদ্ধার করা হয়েছে ধৃত যুবকের থেকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি ধারালো অস্ত্র।

# শ্মশান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, কৃষ্ণনগরে মৃত্যু দু'জনের

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২৪ এপ্রিল ঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মৃতদেহ দাহ করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন। দুজনেই শ্মশানযাত্রী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালী থানার নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর দেপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ আরো ৩০ জন শ্মশানযাত্রী জখম হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ, ৫ জন মহিলা। আহতদের মধ্যে ৬ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় অন্যত্র স্থানরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয় হাঁসখালির হলদিপাড়ার বাসিন্দা শান্তিরাম মণ্ডলের (৬৫)। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তার মৃতদেহ দাহ করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ শ্মশানের দিকে রওনা দেয় পরিবারের লোকজন। শ্মশানে দাহ করে ভোররাতে ফেরার সময় দে পাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি গাছে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। ওই ঘটনায় মৃত শান্তিরাম মণ্ডলের পুত্রবধূ পুতুল মণ্ডল (৩২) ও তার মামী শ্বাশুড়ি কাজল বিশ্বাসের (৪০) মৃত্যু হয়। এছাড়াও ওই গাড়িতে থাকা চালক-সহ ২৯ জন জখম হন। কোতোয়ালী থানার পুলিস খবর পেয়ে তাদের উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃত শান্তিরাম মণ্ডলের শ্যালক বলেন, গতাকাল জামাইবাবু মারা গিয়েছিলেন। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ নবদ্বীপে দাহ করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দে পাড়া ছাড়িয়ে এসে একটি জায়গায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। গাড়িটি রাস্তার পাশে থাকা একটি পোলে ধাক্কা মেরে পাল্টি খেয়ে যায়। ২ জন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছে। সবেমিলিয়ে ৩৫ জন ছিল। অনেকেই আহত। গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।


**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA::PURULIA**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-02/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under BEUP Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Reference Tender ID: **2025_DM_838162_1.** Document download/sell starting from **23.04.2025 up to 30.04.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **23.04.2025 up to 30.04.2025 at 17:00 PM.** And Opening on **02.05.2025 at 17:05 A.M**. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-03/Sub/II of 2025-26** for 01(One)No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **05.05.2025.** Last date of receiving tender paper-**07.05.2025.**

**Sd/- A. De**
**Assistant Engineer (PWD)**
**Hooghly Construction Sub Division No-II**
**Arambagh, Hooghly**

**Tender Notice**

Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for:
**1. NIT No:- 31/5th SFC/25/PS., Date: 21.04.2025 under 5 th SFC, vide Memo No: 255(38)/Eng./PS., Dated:** 21.04.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **05.05.2025 upto 6.00 PM.**
**2. NIT No:- 32/SBM-G/25/Dev., Date: 23.04.2025 under SBM-G, vide Memo No: 1146(39)/Eng./Dev., Dated: 23.04.2025,** Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **30.04.2025 upto 6.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Suti-I Panchayat Samity**
**Ahiran : Murshidabad**

**DEULPUR GRAM PANCHAYAT**
**Panchla, Howrah-711411**
**NOTICE INVITING TENDER No. (1) 35-40/DGP/NIT/SBMG, (2) 41/DGP/NIT/MNB**

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of total 7(Seven) Nos. different works. Bid submission date on **25.04.2025 at 11.30 am.** Date of Opening of Technical Bid on **02/05/2025 at 02.00PM**. For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.

**Sd/-Pradhan**
**Deulpur Gram Panchayat**



**বিজ্ঞপ্তি**

**তামাঘাটা প্রতাপ সংঘ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ**

নিবন্ধন সংখ্যাঃ- ৫ কেটি তারিখঃ- ১৫.১০.১৯৬৮

গ্রাম + পোষ্ট তামাঘাটা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৫১২

**'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-।। রেঞ্জ তথা বর্ধমান-।। রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৪৭৪ তারিখ ০৪ /১২ / ২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী কৃশানু সিংহ রায়, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার তামাঘাটা প্রতাপ সংঘ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার জন্য পরিচালক মন্ডলীর (Board of Director) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ হতে ০৭.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ০৮।০৫।২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, তামাঘাটা প্রতাপ সংঘ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ০৮.০৫.২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টার পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ- ২৫,০৪,২০২৫

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ- ০৮.০৫.২০২৫

স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়

স্বাক্ষর /-
কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
তামাঘাটা প্রতাপ সংঘ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ


# সাড়ে ৩ কোটি টাকায় নদী বাঁধের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৪ এপ্রিল ঃ বর্ষা এলেই আতঙ্কে ঘুম উড়ে যেত জয়গাঁ গোবরজ্যোতি ও যোগিখোলা নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষদের। নদীতে বাঁধ না থাকায় প্রতিবছরই নদী গ্রাস করছে এলাকার বাসিন্দাদের জমি। এই পরিস্থিতিতে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা করছিলেন বাসিন্দারা। তবে এবার সেচ দফতর ও জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে এই নদীগুলিতে বাঁধ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনও করেন সেচ দফতরের আধিকারিক ও জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। সাড়ে ৩ কোটি টাকার বরাদ্দে এই দুই নদীর দুদিকে প্রায় ৫০০ মিটারের বাঁধ তৈরি করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। বাঁধ তৈরি হওয়ার কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন দুই নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। একাধিক ঝোড়া ও নদীতে ঘিরে রয়েছে এই জয়গাঁ শহর। বিশেষ করে জয়গাঁ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আপার খোকলাবস্তি, লিম্বুলাইন, রাইগাঁও এই এলাকার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে গোবরজ্যোতি ও যোগিখোলা নদী। বছরের অন্যান্য সময় এই নদী শুকনো থাকলেও, বর্ষায় ভুটান পাহাড়ের জল এই দুই নদীতে মিলিত হওয়ায় ভয়ংকর রূপ নেয় এই নদী। প্রতিবছরই কয়েকশো বাসিন্দার জমি, এলাকার সড়ক এতে বিলীন হয়ে গিয়েছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। বছরের অন্যান্য সময় এই নদীতে জল দেখা যায়না। কিন্তু বর্ষাকালে ফুলেফেঁপে ওঠে দুই নদী। গোবরজ্যোতি ও যোগিখোলা নদীর ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জয়গাঁ এক গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইগাঁও, খোকলাবস্তির মানুষেরা। বর্ষাকালে এলাকার মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এই দুই নদী। নদীতে বাঁধ না থাকায় গোবরজ্যোতি ও যোগিখোলা প্রতি বর্ষায় কেড়েছে এলাকার মানুষদের ঘর, জমি, সুপরিবাগান। অবস্থাপন্ন বাড়ির মানুষেরা এই দুই নদীর কারণে সর্বশান্ত হওয়ার পথে গিয়েছেন। এলাকাবাসীদের সকলের দাবি ছিল, এই দুই নদীর বাঁধ দেওয়ার। যদিও আগে পাথর জালির বাঁধ ছিল এলাকায়। কিন্তু বর্ষায় ধেয়ে আসা দুই নদীর জলের স্রোত ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে সেই পাথর জালির বাঁধকেও। এবারে তাই পাকা বাঁধ দেওয়া হবে দুই নদীতে। দুপাশে মিলিয়ে দুই নদীতে চারটি বাঁধ দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই শুরু হবে কাজ। এই বিষয়ে জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান, প্রতি বছর বর্ষার সময় এই দুই নদীর পাড়ে যে হা হা কার দেখা যায় তা সকলে জানেন। এলাকার বাসিন্দারা পাকা বাঁধের দাবি রেখেছিল। কাজটি শুরু হবে। মানসিকভাবে শান্তি পাচ্ছি আমিও।

# শনি থেকে ৩ দিন বন্ধ থাকবে মেট্রো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ ফের গ্রিন লাইনে (হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) বন্ধ থাকবে মেট্রো পরিষেবা। আগামী ২৬ এপ্রিল শনিবার থেকে ২৮ এপ্রিল সোমবার পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে মেট্রো চলাচল। অত্যাধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেমের পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বন্ধ থাকবে পরিষেবা। সূত্রের খবর, কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমের পরীক্ষা করা হবে এই তিন দিন। এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলবে সমীক্ষা। এই সময়ে শিয়ালদা মেট্রো থেকে শিয়ালদা স্টেশনে যাওয়ার যে সাবওয়ে, তাও বন্ধ রাখা হবে। তবে ব্লু লাইনে স্বাভাবিক থাকবে পরিষেবা। ২৬ এপ্রিল শনিবার কলকাতায় নাইট রাইডার্সের খেলা। কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে খেলা হলে রাতে স্পেশাল মেট্রো চালানো হয়। তবে শনিবার ট্রাফিক ব্লকের কারণে গ্রিন লাইন টু অর্থাৎ এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান রুটে রাতের স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে না। যদিও ব্লু লাইনে স্পেশাল মেট্রো থাকছে।


**নোটিশ**

আমরা ১। হরজিত সিং ২। তারলোচন সিং উভয়ের পিতা স্বর্গীয় গুরনাম সিং সাং ৩০০ অশোকগড়, বরাহনগর কলিকাতা- ৭০০১০৮ এতদ্বারা জানাইতেছি আমরা লিলুয়া থানার অধীন জয়পুরবিল মৌজার অন্তর্গত হাল ৬৯৮ নং দাগের হাল-৫৪৪৫, ৫৪৪৬, ৫৪৪৭ নং খতিয়ানে ৭.৫৬ শতক পরিমান শালি সম্পত্তি ১।শ্রীমতি সুজাতা গায়েন ২। শ্রীমতি পদ্ম পাত্র, ৩। শ্রীমতি দিপালী আদক এদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী বাবলু গায়েন পিতা স্বর্গীয় শৈলেন গায়েন সাং জয়পুরবিল, লিলুয়া হাওড়া এর নিকট হইতে হাওড়া এ.ডি.এস.আর অফিসের অদ্য ২৯.৮.২০২৩ তারিখে ৯২৩৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে খরিদ করিয়া B.L.& L.R অফিসে নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিলখানি কারো আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O অফিস বালিজগাছা যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জিইএম বিড নং : জিইএম/২০২৪/বি/৬১৫৮৬৮৮, তারিখ ঃ ২২.০৪.২০২৫।** ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব). জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন। **বিবরণ:** ক্যালিব্রেশন পরিষেবা - লোকো কমপ্লেক্সের শপ নং ৯, ৯এ, ১০, ১১, ১১এ, ১৪, ৩৪/কেপিএ ও ইলেক্ট্রিক্যাল ডিআরজি. কার্যালয়ের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও পরিমাপক যন্ত্রের ২ বছর (প্রতি বছরে একবার) সময়সীমার জন্য ক্যালিব্রেশন। **টেন্ডার মূল্য :** ৭,২৪,৪৭৩ টাকা জিএসটি সহ। **চুক্তির সময়সীমা:** ২ বছর। **খোলার তারিখ ও সময় :** ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট : জিইএম পোর্টালে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য ই-টেন্ডারিং জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল টেন্ডার অনুমোদিত নয় এবং কোন ম্যানুয়াল গৃহীত হবে তা সরাসরি বাতিল করা হবে। (MISC-27/2025-26)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**সূর্যকমল স্টেশনে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ**

**ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৪ তারিখঃ ২২-০৪-২০২৫।** নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কমন লুপ লাইন রূপে সূর্যকমল স্টেশনের লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তনের হেতু সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,১৫,৮৯,৬২৪.৯২/- টাকা। **আমানত ধনঃ** ৩,০৮,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৫-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৪-০৫-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১৪-০৫-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

**ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/কাটিহার**
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**নোটিশ**

প্রভাস হাজরা পিতা গোকুল বিহারী হাজরা, সাং ২৯ /১ রামকৃষ্ণ মন্দির পথ, পোঃ কদমতলা, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া। সিউ কুমার ডালমিয়া, অনু ডালমিয়া, মনোজকুমার ডালমিয়া, পুনম ডালমিয়া, সাবিত্রী দেবী ডালমিয়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার এবং স্বয়ং দীপক কুমার ডালমিয়া-এর নিকট থেকে DSR-I হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 00183/2020 আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা-লিলুয়া, মৌজা-বেলগাছিয়া কিসমত্ JL - ১০৯, L.R খতিয়ান নং 5666, 5665, 5667, 5660, 5659, এবং 5661 R.S এবং L.R. 38 নং দাগে 0.0830 একর বা ৫ কাঠা ০ ছটাক ১৮ বর্গফুট জমি 04561/2021 দলিলমূলে ক্রয় করে নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.ও L.R.O বালী- জগাছা হাওড়া-৭১১২০২ এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

**NOTICE**

Notice is hereby given that the Share Certificates with Folio No. 68-NRI, Face Value of Rs. 10/- each, totaling 2 Lacs Shares of **Anirit Ventures Limited** (formerly known as Flora Textiles Limited), having its registered office at **23, Bharathi Park Road, Coimbatore, Tamil Nadu, 641043**, and registered in the name of **VCK Sponsorship Funds Pvt. Ltd.** have been lost/misplaced. A related diary had been lodged with Alipore Police Station vide GDE No. 221 dated 04-09-2024.

Any person having any objection to the issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Certificate(s) is requested to lodge his/ their objection **within 15 days** from the date of publication of this notice.

Contact Details:
**John Tapan Das, Manager**
**VCK Sponsorship Funds Pvt. Ltd.**
**10 Wood Street, 3rd Floor,**
**Kolkata – 700016**
**Mobile: 7439762790**


# অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রারও সূচনা

মধুবনী, ২৪ এপ্রিল ঃ বিহারের মধুবনীতে ১৩,৪৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ও নমো ভারত র‍্যাপিড রেলের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান থেকেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ ও শহুরে উভয়) এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিজয়ীদের বিশেষ ক্যাটাগরির জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

# দুষ্কৃতীদের গুলিতে সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যু, উত্তপ্ত আসানসোলের ডোমদহা গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ এপ্রিল ঃ দুষ্কৃতীদের গুলিতে সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যুর অভিযোগের ঘটনায় প্রবল শোরগোল আসানসোলের ডোমদহা গ্রামে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু কেন এই হামলা, নেপথ্যে কে বা কারা, বিশদ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃতের নাম সুনীল কুমার পাসোয়ান। ঝাড়খণ্ডের মিহিজাম এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় সিআইএসএফ জওয়ান তিনি। সালানপুরের ডোদোহা গ্রামে জমি কিনেছিলেন তিনি। সেখানে বাড়ি তৈরির হচ্ছিল। বুধবার রাতে বাড়ির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সুনীলবাবু। অভিযোগ, সেই সময়ই কেউ বা কারা তাঁর মাথায় গুলি করে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন জওয়ান। গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে যান প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে উধাও অভিযুক্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় জওয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল আসানসোলের ডোমদহা গ্রামে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু কেন এই হামলা? নেপথ্যে কে বা কারা, জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃতের নাম সুনীল কুমার পাসোয়ান। ঝাড়খণ্ডের মিহিজাম এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় সিআইএসএফ জওয়ান তিনি। সূত্রের খবর, সালানপুরের ডোদোহা গ্রামে জমি কিনেছিলেন তিনি। সেখানে বাড়ি তৈরির হচ্ছিল।

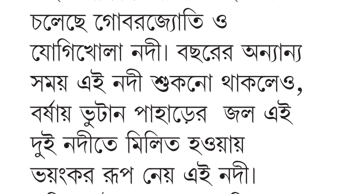

বুধবার রাতে বাড়ির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সুনীল। অভিযোগ, সেই সময়ই কেউ বা কারা তাঁর মাথায় গুলি করে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন জওয়ান। গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে যান প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে উধাও অভিযুক্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় জওয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে মদের বোতল। এদিকে দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুতই রহস্যভেদ হবে। অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব মৃতের পরিবারের সদস্যরা।


**TARAKESWAR MUNICIPALITY**

**e-Tender Notice**

**The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work within Tarakeswar Municipality:**

| Sl. No. | Tender for | e-Bid submission Start Date | e-Bid submission end Date | Technical Bid Opening date |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025_MAD_838462_1 | 25.04.2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 |
| 2. | 2025_MAD_838462_2 | 25.04.2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 |
| 3. | 2025_MAD_838489_1 | 25.04.2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 |
| 4. | 2025_MAD_838489_2 | 25.04.2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 |

**Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in**

**Chairman**
**Tarakeswar Municipality**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Dy. Chief Engineer (M) / EWS, KMC** invites e-tender online two bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/04/2025-26**
Name of the work : **Renovation of electrical arrangements and lighting system at Foundry Shop in EWS**. Estimated Cost : **Rs. 2,84,980.59**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **20 days**.

**2. NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/03/2025-26**
Name of the work : **Repairing & servicing of welding transformer at Various Shop under EWS**. Estimated Cost : **Open Quotation**. Earnest Money: **Two percent of quoted rate**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid (online): **05.05.2025 (3 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2).

**3. NIT No. : KMC-ET-10-M-CUT-25-26**
Name of the work : **Cutting, stacking and storing of raw materials of Machine Shop and Carpentry Shops for production of various essential products and other allied works under EWS**. Estimated Cost : **Rs. 2,85,297.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**.

**4. NIT No. : KMC-ET-03-M-BTRY-SERV-25-26**
Name of the work : **Dismantling, washing, servicing, preparation & top up the solution, charging, (Electric) and Testing of 12-volt, 100 Amp, 17/19 plated Battery for Electric Dumper Vehicle under EWS**. Estimated Cost : **Rs. 2,68,155.00**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Last date and time of submission of bid (online): **03.05.2025 (3 p.m.)** (for sl. no. 3 & 4). Tender open date : **05.05.2025 (3.30 p.m.)** (for sl. no. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **25.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2) and **25.04.2025 (5.30 p.m.)** (for sl. no. 3 & 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Dy. C.E(M)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/GRBU/B/12/25-26 (1st call)**
Name of the work : **Clog cleaning operation of DWF & SWF pumps and removal of floating materials from sump chamber for six months at Kabitirtha DPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 2,76,772.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **183 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.05.2025** at **5 p.m.**

**2. NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/FE/25-26 (1st call)**
Name of the work : **Cleaning, testing and refiling of powder type portable fire extinguishers at BDPS and its Sub Stations**. Estimated Cost : **Rs. 2,97,699.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.05.2025** at **5 p.m.**

**3. NIT No. : KMC/GRBU/HJ-01/2025-26 (1st call)**
Name of work : **Clog cleaning operation with other allied works of pump units at Dhankheti Khal L S under GRBU (S&D)**. Estimated Cost : **Rs. 1,45,785.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Time: **183 Days**. Last date and time of submission of bid on: **08.05.2025** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.04.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) / **25.04.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 2) and **29.04.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1) and **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 2 & 3).

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/GRBU/T1/25-26 (1st call)**
Name of work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Jinjira Bazar DPS under GRBU (for 6 months)**. Estimated Amount : **Rs. 3,57,564.00**. Earnest Money: **Rs. 7,200.00**. Period of Completion: **6 months**. Last date and time of submission of bid: **03.05.2025** up to **5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **26.04.2025** at **5 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

**2. NIT No. : S_D/CEN/BRIX/SHIB/125**
Name of work : **Urgent restoration of manhole shaft with frame and cover at different road under Br.-IX**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,87,434.97**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 days**. Bid submission start date (online): **25.04.2025** at **2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **03.05.2025** up to **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **25.04.2025** at **2 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

110/25-26

# ইমামি টাকা দিচ্ছে, ওদের ট্রফি দিন, ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের বললেন মুখ্যমন্ত্রী

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ** কী ভাবে সাফল্যের রাস্তায় ফিরবে ইস্টবেঙ্গল, বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্টবেঙ্গলের তথ্যচিত্রের উদ্বোধনে এসে তাঁর দাওয়াই, ক্লাবও যেন বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামিকে সাহায্য করে। তাদের যেন সঠিক পরামর্শ দেন ক্লাবকর্তারা। কী ভাবে ভাল দল গড়তে হবে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী উদাহরণ দেন অভিষেক বংঃদ্যাপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবারের। ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তৈরি গৌতম ঘোষের তথ্যচিত্র 'শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল'-এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদনে এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ''আমার একটা ক্ষোভ আছে। ইমামি ক্লাবকে অনেক সাহায্য করছে। কিন্তু এগোতে গেলে ভাল ফুটবলার লাগে। এখানেই আমি ক্লাবকে বলব, আপনারা সঠিক পরামর্শ না দিলে ওঁরা এগোবেন কী করে? সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন তো সমর্থকেরা। ক্লাবকর্তাদেরও এগোতে হবে। আমার মনে হয় না ইমামি সাহায্য করছে না। ওরা তো টাকা দিচ্ছে। কিন্তু তার বদলে ওদের ট্রফিটা তো দিতে হবে। অন্তত সেই চেষ্টা করতে হবে।'' এর পরেই অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সাফল্যের উদাহরণ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ডায়মন্ড হারবার আই লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মমতা বলেন ''শুধু টাকা ঢাললে হবে না। বুদ্ধি করে দলটা তৈরি করতে হবে। নীতুদাকে (ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার) বলছিলাম, আপনারা দলটা ভাল করে করছেন না কেন? ডায়মন্ড হারবারকে দেখে শিখুন। ওদের দেখে বুঝুন, কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে দল গড়েছে। ইস্টবেঙ্গলের কর্তারাও আগে থেকে ভাবুন, কাদের নেবেন। এক বছর ধরে পরিকল্পনা করুন। কঠোর সিদ্ধান্ত নিন। আগামী বছর যেন আর ব্যর্থতা না আসে।''

## সুপার কাপ খেলতে ভুবনেশ্বর উড়ে গেল মোহনবাগান

# মেরিনার্স শিবিরে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ** চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস। ইতিমধ্যেই দ্বিমুকুট জেতা হয়ে গিয়েছে মেরিনার্সের। গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে এখনও বসন্তের আবহ। দলের এই সাফল্যে দুই ডিফেন্ডার টম অলড্রেড এবং আলবার্তো রডরিগেজের ভূমিকাও যে কোনও অংশে কম নয়, তা বলাই যায়। মোহনবাগানের রক্ষণকে নির্ভরতা জুগিয়েছেন গোটা মরশুম জুড়ে। আর তাই আসন্ন মরসুমের জন্য যে তাঁদের নিয়ে টানাটানি হবে, এটা বোঝাই যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, অলড্রেডকে দলে পাওয়ার জন্য ঝাঁপাচ্ছে আইএসএলের একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। অলড্রেড ক্লাব ছাড়লে শূন্যস্থান তৈরি হবে রক্ষণভাগে। তবে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্যই লিওনেল মেসির দেশের ডিফেন্ডার কেভিন সিবিয়ের কথা ভাবছে মেরিনার্স শিবির। সূত্রের খবর, কথাবার্তাও প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে তাঁর সঙ্গে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে স্পেনের ক্লাবে খেলা এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার খেলবেন মোহনবাগানে। আর্জেন্টিনার এই সেন্টার ব্যাকের কেরিয়ারের শুরুটা হয়েছিল রিভার প্লেট দিয়ে। তারপরে ভ্যালেন্সিয়া, অ্যাটলেটিকো বালেয়ারেস হয়ে পনফেরাদিনায় খেলা রক্ষণের ফুটবলারটির পরবর্তী গন্তব্য হয়তো মোহনবাগান। এদিকে, বৃহস্পতিবারই কলিঙ্গ সুপার কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে উড়ে গেল মোহনবাগান। তার আগে এদিন সকালে বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে শেষ অনুশীলন পর্ব সারেন বাগান ফুটবলাররা। দলের সঙ্গে একমাত্র বিদেশি হিসাবে যাবেন পর্তুগালের নুনো মেন্দেজ। দীপক টাঙরির অধিনায়কত্বে সিনিয়র দল থেকে সহাল আবদুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ন, গ্লেন মার্টিন্সদের মতো খুব অল্প সংখ্যক প্রথম সারির ফুটবলাররা রয়েছেন। এদিন বাস্তব বলেন, ''সময় কম পেয়েছি। তবে আমরা তৈরি। জুনিয়র-সিনিয়রদের নিয়ে দারুণ দল গড়া হয়েছে। আমার কাজ এদের কম্বিনেশনটা ঠিক করা। সিনিয়রদের জন্য এটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম। ভারতীয় দলে কামব্যাক করার মঞ্চ।'' ২৬ এপ্রিল সুপার কাপের শেষ আটে কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। ময়দানের অপর প্রধান ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছে কেরালা। আর চার্চিল নাম তুলে

সুপার কাপে মোহনবাগান অধিনায়ক দীপক টাংরি।

নেওয়ায় বাই পেয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। তবে কেরালা যেখানে ৬ জন বিদেশি খেলাবে, সেখানে মোহনবাগানের মাত্র একজন। এই বিষয়ে বাস্তব বলেন, ''কেরালা ব্লাস্টার্স ধারে-ভারে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাল দলের বিরুদ্ধে না খেললে নিজেদের প্লেয়ারদের বিচার করা খুব কঠিন।'' ভুবনেশ্বরের গরম নিয়ে অবশ্য খুব একটা চিন্তিত নন বাস্তব। তবে তাঁর মতে, ''সাফল্যের বিষয়ে আমি আশাবাদী। আমি চাই এখান থেকে খেলে দীপেন্দু-অভিষেকদের মতো তরুণরা উঠে আসুক। ভারতীয় দলে খেলুক।'' টাঙরির কাছে মোহনবাগানের অধিনায়ক হওয়াটা আবার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ারই মতো। সপ্তাহ কয়েক আগেই ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ জয় করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যারফলে বাংলার প্রথম দল হিসেবে এই খেতাব অর্জন করেছে মোহনবাগান। এক কথায় যা বিরাট বড় পাওনা সকলের কাছে। এবার এই ছন্দ বজায় রেখেই কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পেতে মরিয়া ফুটবলাররা। সেইমতো গত কয়েকদিন আগে থেকেই গোটা দল নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন বাগান কোচ বাস্তব রায়। তবে এক্ষেত্রে সিনিয়র দলের বদলে মূলত জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়েই টুর্নামেন্টে লড়াই করছে সবুজ-মেরুন শিবির। যারফলে কিছুটা হলেও চিন্তায় থাকছেন বাগান সমর্থকরা। খেলানোর কথা ভাবছে ম্যানেজমেন্ট। তবে প্রয়োজন অনুসারে বা পরিস্থিতি বুঝে সিনিয়র দলের বেশ কিছু ভারতীয় ফুটবলারকে মাঠে নামানোর কথা ভাবতে পারেন এই ভারতীয় কোচ। হিসাব অনুযায়ী দেখলে গত ২০ শে এপ্রিল মোহনবাগানের ম্যাচ থাকলেও সেই ম্যাচে বাই পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে মেরিনার্সরা। যার নিঃসন্দেহে অ্যাডভান্টেজ দেবে দলকে। আর শেষ মুহূর্তের অনুশীলন চালিয়ে নিজের সমস্ত পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে চাইছেন বাস্তব রায়। কিন্তু এই অনুশীলনেই চোটের কবলে পড়তে হয় দলের তারকা ফুটবলার দীপক টাংড়িকে। সাময়িক শুশ্রুষার পর তিনি আবার মাঠে ফিরে আসলেও দলের সঙ্গে স্বমহিমায় অনুশীলন করতে দেখা যায়নি এই তারকাকে। যা কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে সকলকে। আসন্ন কেরালা ম্যাচে আদৌ তিনি খেলবেন কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। অপরদিকে এবারের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্য থাকবে গ্লেন মার্টিন্সের। বলাবাহুল্য, জোসে মোলিনার দায়িত্ব গ্রহণের পর সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি এই গোয়ান ফুটবলার। এমনকি রিজার্ভ দলের কোচ বাস্তব রায়ের ও প্রথম একাদশে খুব একটা থাকেননি তিনি। কিন্তু এবার সুপার কাপের মতো সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে নিজেকে প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ এই তারকার কাছে।

# ভাঙা মন নিয়ে নাইট শিবিরে কাশ্মীরি স্পিডস্টার

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

চোটের জন্য চলতি আইপিলের শুরুতে ছিটকে গিয়েছিলেন নাইট সংসার থেকে। তাঁর জায়গায় অজিঙ্ক রাহানের দলে এসেছিলেন চেতন সাকারিয়া। এ বার ফের ফিট হয়ে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন কাশ্মীরের স্পিডস্টার উমরান মালিক। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারে যোগ দিয়েছেন গতির ঝড় তোলা কাশ্মীরের বোলার উমরান। এক সময় তাঁর বলের গতিবেগ ছিল

১৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। তা নিয়ে হইচই কম হয়নি। কাশ্মীরের বোলার নজর কেড়েছিলেন ধীরে ধীরে। আপাতত মন ভালো নেই উমরানের। পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় মন ভেঙে তছনছ কাশ্মীরের তারকা ক্রিকেটারের। মঙ্গলবার কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন পর্যটক। এই হত্যালীলায় বুকে কষ্ট নিয়ে বিষাদভরা বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন উমরান। উমরান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'পহেলগাঁওয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য। নিরীহ জীবনগুলো চলে গেল সন্ত্রাসবাদী হামলায়। কোনও শব্দই এই হামলার সমালোচনার জন্য যথেষ্ট নয়। যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের জন্য সমবেদনা। শান্তি সবসময়ই ঘৃণার ওপর বিরাজ করবে।' কাশ্মীরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান উমরান। বাবা ছিলেন ফল বিক্রেতা। সেখান থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে স্পিডস্টার হিসেবে তৈরি করা। ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ১০টি একদিনের ও ৮টি টি ২০ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক স্তরে রয়েছে ২৪টি উইকেট। এ বার চোট সারিয়ে ফের মাঠে নামার চেষ্টা উমরানের। তবে মাঠে নামার আগে পহেলগাঁওয়ের ঘটনা মন ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। আইপিএলে এ বার ছিটকে গিয়েও কেকেআরের সঙ্গে থেকে গেলেন উমরান। চোটের জন্য যেহেতু উমরানের পরিবর্ত প্লেয়ার নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই তিনি এ বারের আইপিএলে কেকেআরের হয়ে আর খেলবেন না। সূত্রের খবর, মরসুমের শেষ অবধি তিনি নাইট শিবিরের সঙ্গে থাকবেন। যাতে কেকেআরের ব্যাটাররা পেসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। বাকি থাকা মরসুমে যাতে পেসারদের বিরুদ্ধে আর রাহানেরা যাতে চাপে না পড়েন, সেই প্রস্তুতিটা উমরানের সঙ্গে নেটে সময় কাটিয়ে করতে পারবেন।

# জঙ্গি হানায় বিপর্যস্ত ভারত, নীরজের বিরুদ্ধে নামা হচ্ছে না পাক তারকার!

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

রাতারাতি বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার জন্য কাঠগড়ায় পাকিস্তান। ওয়াঘার ওপারের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ ছিন্ন করেছে ভারত। পাকিস্তানের আচরণে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতকে অনেক কিছু সইতে হয়েছে। এ বার আর মেনে নেবে না ভারত। কাশ্মীরের ঘটনার রেশ পড়ল খেলার দুনিয়াতেও। বেঙ্গালুরুতে চলছে এনসি ক্লাসিক ইভেন্ট। নীরজ চোপড়ার আমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানের জ্যাভলিন তারকা আর্শাদ খানের। কিন্তু নীরজের আমন্ত্রণের পরেও ভারতে আসছেন না আর্শাদ। যদিও কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। কিন্তু ওই টুর্নামেন্ট না থাকলেও কি এ দেশে ঢোকার ভিসা পেতেন পাক তারকা? জ্যাভলিন বিশ্বে দুই মহাতারকা ভারতের নীরজ চোপড়া ও পাকিস্তানের আর্শদ নাদিম। পর পর দুই অলিম্পিকের সোনা জিতেছেন ভারত-পাকিস্তানের দুই ছেলে। এঁদেরই মুখোমুখি হওয়ার কাথ ছিল বেঙ্গালুরুতে। আর্শাদ বুধবার বলেছেন যে, তিনি ২৪ মে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত এনসি ক্লাসিক জ্যাভলিন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। নীরজ চোপড়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। কিন্তু আসন্ন এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তাঁর প্র্যাক্টিসের সময়ের সঙ্গে এই ইভেন্টের তারিখ এক হয়ে যাচ্ছে। তবে নীরজের কাছে এই ইভেন্টে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ। আর্শাদ বলেছেন, এনসি ক্লাসিক ইভেন্টটি ২০শে মে থেকে শুরু হবে। ২২শে মে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য কোরিয়া যাওয়ার কথা। ২৭ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কোরিয়ার গুমিতে হবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। তারই জন্য তৈরি হচ্ছেন আর্শাদ। তবে কি শুধু এটাই কারণ? নাকি কাশ্মীরে জঙ্গি হানার পরে বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের যে সমস্যা সেই কারণেই

তিনি এলেন না। ইতি মধ্যে ভারতে থাকা পাকিস্তানের নাগরিকদের এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। পাকিস্তানিদের ভিসা দেওয়াও বন্ধ এই ঘটনার পরে। ইতিমধ্যে বিসিসিআই জানিয়েছে, আগামী দিনে টিম ইন্ডিয়া পাক ক্রিকেট দলের সঙ্গে কোনও রকম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না। সুর চড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে 'ফ্যানকোড' নামে একটি স্পোর্টস অ্যাপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা আর পাকিস্তানের ক্রিকেট লিগ পিএসএল সম্প্রচার করবে না। আর এই নয়া সিদ্ধান্ত বলবৎ হল আজ থেকেই।

# পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার প্রতিবাদের পর গম্ভীরকে খুনের হুমকি

**নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ** ভারতীয় হেড কোচ গৌতম গম্ভীর বরাবর সোজা কথা স্পষ্ট করে বলেন। যার ফলে তিনি অনেকের অপছন্দেরও। গৌতি অবশ্য নিজের এই স্বভাব বদলাননি। মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার নিন্দা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা লিখেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ। তিনি এ বার পেয়েছেন খুনের হুমকি। এক বার নয়, মোট ২ বার বিরাট-রোহিতদের কোচকে ইমেইলে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ৩টি শব্দের ছোট্ট একটি মেসেজ পাঠানো হয়েছে গম্ভীরকে। কী লেখা হয় তাতে? বুধবার (২৩ এপ্রিল) 'আইসিস কাশ্মীর' নামের এক সংগঠন গম্ভীরকে 'আইকিলইউ' (যার অর্থ আমি তোমাকে মেরে ফেলব) লিখে দুটি ইমেইল পাঠিয়েছে। প্রথম ইমেইলটি আসে দুপুরে আর দ্বিতীয়টি বিকেলে যা পাওয়ার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ভারতীয় টিমের হেড কোচ। রাজেন্দ্র নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই সঙ্গে দিল্লির ডিসিপিকেও বিষয়টি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার কথা জানিয়েছেন পুলিশকে। এই প্রথম বার নয়, এর আগে ২০২১ সালে

খুনের হুমকি পেয়েছিলেন গম্ভীর। তখন তিনি সাংসদ ছিলেন। তখনও তিনি থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, গৌতম গম্ভীর বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ। তিনি পূর্ব দিল্লি কেন্দ্রে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি গত বারের নির্বাচনে লড়েননি। সেই সময় কেকেআরের মেন্টর হয়েছিলেন। গত বছর কেকেআর ছাড়ার পর তাঁকে ভারতের হেড কোচ করে বিসিসিআই। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে বৈসরন উপত্যকায় ২৬ জন সাধারণ পর্যটককে গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করে তারা। তারপর এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' টিআরএফ। এই হত্যালীলার পরই গোটা দেশ শোকস্তব্ধ।

# ওড়িশার নজরে এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার

**ভুবনেশ্বর, ২৪ এপ্রিলঃ** এবারের ফুটবল মরসুমের শুরুটা খুব একটা ইতিবাচক ছিল না ওড়িশা এফসির। ধাক্কা খেতে হয়েছিল টানা দুইটি ম্যাচে। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সমর্থকদের। তবে সময় এগোনোর সাথে সাথেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল জগন্নাথের এই ফুটবল দল। কিন্তু গত বছরের শেষটা খুব একটা ভালো ছিল না তাঁদের জন্য। অনায়াসেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্সকে। তারপর সেই ছন্দ বজায় রেখেই বেঙ্গালুরু এফসিকে টেক্কা দেয় মুর্তাজা ফলরা। যা নিঃ সন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে গোটা দলের। এই ছন্দ বজায় রেখেই হুয়ান পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এক পয়েন্ট নিয়েই

আটকে যেতে হয়েছিল দুর্বল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। তবে নতুন বছর থেকেই একেবারে দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল হুগো বুমোসরা। প্রথমেই তাঁরা পরাজিত করে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার মতো শক্তিশালী দলকে। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। তবে পরের ম্যাচেই দুর্বল চেন্নাইয়িন এফসির সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট করতে হলেও ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ওড়িশার। খুশি থাকতে হয়েছিল একবারের সুপার কাপ জয়ীদের। যারফলে স্বাভাবিকভাবেই কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সুপার সিক্সের লড়াই। টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির বিপক্ষে জয় সুনিশ্চিত করে প্লে-অফের দৌড়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখলেও সেটা বজায় থাকেনি শেষ পর্যন্ত। নিজেদের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে পরাজিত করে সুপার সিক্স নিশ্চিত করে ফেলে মুম্বাই সিটি এফসি। সেই হতাশা ভুলে কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা ছিল সার্জিও লোবেরার ছেলেদের। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুত করেছিল দলের ফুটবলাররা। গত বছর অল্পের জন্য খেতাব হাতছাড়া হলেও ঘরের মাঠে এবার সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর ছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু কাজের কাজ হল কোথায়। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই আটকে যেতে হয় প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির কাছে। গত বছর ফাইনাল খেললেও এবার সেটা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। যারফলে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে এবারের সিজন। তবে এখন থেকেই নতুন মরসুমের জন্য ঘর গোছাতে মরিয়া একবার সুপার কাপ জয়ী এই ফুটবল দল। সেক্ষেত্রে এবার তাদের নজরে গিয়ে পড়েছে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার থিয়াগুইনো ওরফে থিয়াগো ফার্নান্দেজের দিকে। বর্তমানে ব্রাজিলের দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব সিআরবির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই ফুটবলারের। চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত সেই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে দলে টানতে চাইছে এই ক্লাব। সেইমতো কথাবার্তা ও এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর। শেষ পর্যন্ত আদৌ তিনি ভারতে আসতে চান কিনা সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

# গুলেরের গোলায় বার্সেলোনার সঙ্গে শিরোপা লড়াইয়ে থাকল রিয়ালও

**হেতাফে ০ - ১ রিয়াল মাদ্রিদ**

**মাদ্রিদ, ২৪ এপ্রিলঃ** লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার জন্য প্রতিটা ম্যাচই এখন বাঁচা-মরার। ১ পয়েন্ট হারালেও এলোমেলো হয়ে যেতে পারে সব স্বপ্ন। তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বুধবার রাতে মাঠে নেমে জয় পেয়েছে রিয়াল। তরুণ তুর্কি আরদা গুলেরের দুর্দান্ত এক গোলে হেতাফেকে ১-০ গোলে হারিয়েছে লা লিগার সবচেয়ে সফল ক্লাবটি। এই জয়ের পর তালিকার ২ নম্বরে থাকা রিয়াল বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানটা সাত থেকে নামিয়ে এনেছে চারে। ৩৩ ম্যাচ শেষে রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৭২। সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৭৬। রিয়াল সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে রিয়াল লিগে নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ৪ মে। তবে এবারের লিগ শিরোপার লড়াইয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি রিয়াল-বার্সা খেলবে আগামী ১১ মে। এল ক্লাসিকোতে সেদিন একে অপরের

মুখোমুখি হবে তারা। সেই ম্যাচই হয়ে উঠতে পারে লা লিগার শিরোপা নির্ধারক। সেই ম্যাচে হার রিয়ালকে ছিটকে দিতে পারে শিরোপা লড়াই থেকে। আর জিতলে বেঁচে থাকবে আশা। তার আগে অবশ্য সেল্তার বিপক্ষে ম্যাচটাও জিততে হবে রিয়ালকে। হেতাফের বিপক্ষে বেশ ঝুঁকি নিয়েই একাদশ সাজান কার্লো আনচেলত্তি। কিলিয়ান এমবাপে কার্ড নিষেধাজ্ঞায় আগে থেকেই ছিলেন না। জুড বেলিংহাম ও রদ্রিগোকেও এদিন বেঞ্চে বসান রিয়াল কোচ। এই তিনজনের বদলে শুরু থেকে খেলেছেন তিন তরুণ এনদ্রিক, গুলের ও ব্রাহিম দিয়াজ। চেনা স্কোয়াড না হলেও প্রথমার্ধে দাপট ছিল রিয়ালেরই। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে বেশ হুমকিতে রাখে তারা। বিপরীতে হেতাফেও ভালোভাবে জবাব দিচ্ছিল রিয়ালকে। তবে সবাইকে চমকে দেন গুলের। তুরস্কের এই তরুণ ২১ মিনিটে দুর্দান্ত এক শটে গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। এই গোলটাই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিয়েছে ম্যাচের। তবে কৃতিত্ব দিতে হবে রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকেও। শেষ দিকে তাঁর নৈপুণ্যও রিয়ালকে নিশ্চিত গোলের হাত থেকে বাঁচিয়েছে একাধিকবার। যার ফলে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে পেরেছে আনচেলত্তির দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com